সন্ধ্যামালতী

১

সন্ধ্যামালতী যবে ফুলবনে ঝুরে
কে আসি বাজালে বাঁশী ভৈরবী সুরে॥

সাঁঝের পূর্ণ চাঁদের অরুণ ভাবিয়া
পাপিয়া প্রভাতী সুরে উঠিল গাহিয়া;
ভোরের কমল ভেবে সাঁঝের শাপলা ফুলে
গুঞ্জরে ভ্রমর ঘুরে ঘুরে॥

বিকালের বিষাদে ঢাকা ছিল বনভূমি
সকালের মল্লিকা ফুটাইলে তুমি
রাঙিল উষার রঙে গোধূলি লগন
শোনালে আশার বাণী বিরহ বিধুরে॥

২

ঘুমে-জাগরণে বিজড়িত প্রাতে
কে এলে সুন্দর আমারে জাগাতে॥

শাখে শাখে ফুলগুলি
হাসিছে নয়ন খুলি
শিহরিছে উপবন ফুলের হাওয়াতে॥

দেখিনি তোমায় তবু অন্তর কহে
ছিলে তুমি লুকায়ে আমার বিরহে।

চম্পার পেয়ালায়
রস উছলিয়া যায়
ঝরিয়া পড়ার আগে ধর তারে হাতে॥

৩

ফিরিয়া যদি সে আসে
আমার খোঁজে ঝরা গোলাবে
আনিয়া সমাধি পাশে
আমার বিদায় বাণী শোনাবে ॥

বলিও তারে, এখানে এসে
ডাকে যেন মোর নাম ধরে সে
রবাব যবে কাঁদিবে রমল সুরের কোমল রেখাবে ॥

তৃষিত মরুর ধূসর গগন
যেমন হেরে মেঘের স্বপন
তেমনি দারুণ তিয়াসা লয়ে
কাটিল আমার বিফল জীবন,
একটি ফোঁটা আঁখি জল
ঝরে যেন তার হাতের শরাবে ॥

৪

দক্ষিণ সমীরণ সাথে
বাজো বেণুকা
মধু মাধবী সুরে চৈত্র পূর্ণিমা রাতে
বাজো বেণুকা ॥

বাজো শীর্ণা স্রোত নদী-তীরে
ঘুম যবে নামে বন ঘিরে
যবে ঝরে এলোমেলো বায়ে ধীরে
ফুল-রেণুকা ॥

মধু-মালতী-বেলা-বনে ঘনাও নেশা
স্বপন আনো জাগরণে মদিরা-মেশা।
মন যবে রহে না ঘরে
বিরহ লোকে সে বিহরে
যবে নিরাশার বালুচরে
ওড়ে বালুকা ॥

৫

আকাশে ভোরের তারা মুখপানে চেয়ে আছে
ঝরা ফুল অঞ্জলি প'ড়ে আছে পা'র কাছে
দেবতা গো জাগো॥

আঁধার-ঘোমটা খুলি
শতদল আঁখি তুলি
প্রসাদ যাচে।
দেবতা গো জাগো॥

কপোতকণ্ঠে প্রথম তব বন্দনা বাজে
তোমারে হেরিতে উষা দাঁড়ায়ে বধূর সাজে।
দেবতা গো, জাগো জাগো॥

দেবতা তোমার লাগি
আমি আছি নিশি জাগি
ভীরু এ মনের কলি হের দল মেলিয়াছে।
দেবতা গো জাগো॥

৬

সাঁঝের পাখীরা ফিরিল কুলায়
তুমি ফিরিলে না ঘরে
আঁধার ভবন, জ্বলেনি প্রদীপ
মন যে কেমন করে॥
উঠানে শূন্য কলসীর কাছে
সারাদিন ধরে ঝরে পড়ে আছে
তোমার দোপাটি, গাঁদা ফুলগুলি
যেন অভিমান ভরে॥

বাসন্তি রঙ শাড়ীখানি তব
ধূলায় লুটায় কেঁদে
তোমার কেশের কাঁটাগুলি বুকে
স্মৃতির সমান বেঁধে।

যাইনি বাহিরে আজ সারাদিন
ঝরিছে বাদল শ্রান্তিবিহীন
পিয়া পিয়া বলে কাঁদিছে পাপিয়া
এ বুকের পিঞ্জরে॥

৭

বলো প্রিয়তম বলো
মোর নিরাশা-আঁধারে আলো দিতে
(তুমি) কেন দীপ হয়ে জ্বল॥

যত কাঁটা পড়ে মোর কাছে যেতে যেতে
কেন তুমি তাহা লহ বঁধূ বুক পেতে,
যদি ব্যথা পাই, বুঝি বাজে তাই
তুমি ফুল বিছাইয়া চল॥

বলো বলো হে বিরহী
তুমি আমারে অমৃত এনে দাও কেন
নিজে উপবাসী রহি।

(মোর) পথের দাহন আপন বক্ষে নিয়ে
মেঘ হয়ে চল সাথে সাথে ছায়া দিয়ে
(মোর) ঘুম না আসিলে কেন তখন
চাঁদ হয়ে ঢল ঢল॥

৮

আমি দ্বার খুলে আর রাখব না
পালিয়ে যাবো গো।
জানবে সবে গো
নাম ধরে আর ডাকব না
পালিয়ে যাবে গো॥

এবার পূজার প্রদীপ হয়ে
জ্বলবে আমার দেবালয়ে
জ্বালিয়ে যাবে গো
আর আঁচল দিয়ে ঢাকব না
পালিয়ে যাবে গো॥
হার মেনেছি গো
হার দিয়ে আর বাঁধব না
দান এনেছি গো
প্রাণ চেয়ে আর কাঁদব না।
পাষাণ তোমায় বন্দী ক'রে
রাখব আমার ঠাকুরঘরে
রইব কাছে গো
আর অন্তরালে থাকব না
পালিয়ে যাবে গো॥

৯

বলেছিলে ভুলিবে না মোরে।
ভুলে গেলে হায় কেমন ক'রে॥

নিশীথের স্বপনে কে যেন কহে
ধরণীর প্রেম সে কি স্মরণে রহে
ফুলের মতন ফুটে যায় যে ঝ'রে॥

বোঝে না বিরহী মন অসহায়
যত নাহি পায় তত জড়াইতে চায়।

যত দূরে যাও তত তব গাওয়া গান
কেন স্মৃতিপথে এসে কাঁদায় প্রাণ?
আঁখিতে দেখি না, দেখি আঁখির লোরে॥

১০

কে এলে হংস-রথে, কোথা যাও
তার লিপি এনেছ কি? দাও মোরে দাও॥

যার বিরহে মোর হৃদয়-কমল
অশ্রু-সরসী-নীরে কাঁপে টলমল।
শুনেছি তার সাথে তুমি কথা কও
কার কথা হয় সেথা—শোনাও শোনাও॥

আনন্দ-দূত তুমি লিপি আন নাই?
দেখিতে কি আসিয়াছ—কত দুখ পাই?
সে এত প্রেম দিয়ে কেন লুকিয়ে থাকে
কেন দেখা দেয় না এত যে ডাকে।
কেন মোর আর ভালো লাগে না কিছুই?
মনে করে বলো যদি তার দেখা পাও॥

১১

সন্ধ্যা-গোধূলি লগনে কে
রাঙিয়া উঠিলে কারে দেখে॥

হাতের আলতা পড়ে গেল পায়ে
অস্ত-দিগন্ত বনান্ত রাঙায়ে
আঁখিতে লজ্জা, অধরে হাসি
কেন অঞ্চলে মালা ফেলিলে ঢেকে॥

চিরুণি বিনোদ বিনুনীতে বাঁধে
দেখিলে সে-কোন সুন্দর চাঁদে
হৃদয়ে ভীরু প্রদীপ-শিখা
কাঁপে আনন্দে থেকে থেকে॥

১২

কৃষ্ণচূড়ার রাঙা মঞ্জরী কর্ণে
আমি ভুবন ভুলাতে আসি গন্ধে ও বর্ণে॥

মোরে চেন কি—
মোর আঁচলে চাঁপা, হেনা জুঁই অতসী।

মোর বনের সাজিতে ভরা পলাশ বকুল
নব আমের মুকুল
মম উত্তরী ঝলমল কিশলয়ে পর্ণে॥

আনি মলয়-গিরি হতে চন্দন-গন্ধ
হৃদয়-উদাস-করা সমীর সুমন্দ
ছড়াই আবীর হাসি জোছনার স্বর্ণে॥

১৩

আমি পথ-মঞ্জরী ফুটেছি আঁধার রাতে
গোপন অশ্রুসম রাতের নয়ন-পাতে॥

দেবতা চাহে না মোরে
গাঁথে না মালার ডোরে
অভিমানে তাই ভোরে
শুকাই শিশির সাথে॥

মধুর সুরভি ছিল আমার পরাণ ভরা
আমার কামনা ছিল মালা হয়ে ঝরে পড়া।
ভালোবাসা পেয়ে যদি
আমি কাঁদিতাম নিরবধি
সে-বেদনা ছিল ভালো, সুখ ছিল সে-কাঁদাতে॥

১৪

পিয়াল ফুলের পিয়ালায় বঁধু
অন্তর-মধু ঢেলে পিয়াব তোমায়।
রচিব হৃদয়ে মাধবী-কুঞ্জ
বাহিরে ফাগুন যদি যেতে চায়॥

বেল-ফুল যায় যদি ঝরে
প্রেম-ফুল দিব ডালি ভরে

নিশি জেগে আমি গান শোনাব
বনের বিহগ যদি মাগে বিদায়॥

আর যদি নাহি বহে দখিনা বাতাস
বঁধু অঞ্চল আছে মোর, আছে কেশ-পাশ।
যায় যদি ডুবে যাক চৈতালী চাঁদ
আমার চাঁদ যেন চলে নাহি যায়॥

১৫

প্রথম প্রদীপ জ্বালো
মম ভবনে হে আয়ুষ্মতী।
আঁধার ঘিরে আশার আলো
আনুক তোমার দীপের জ্যোতি॥

হেরিয়া তোমার আঁখির আলোক
বিষাদিত সাঁঝ পুলকিত হোক—
যেন দূরে যায় সব দুখ-শোক
তব শঙ্খরব শুনি হে সতী॥
কাঁকন পরা তব শুভ কর
মুখর করুক এ নীরব ঘর
এ গৃহে আনুক বিধাতার বর
তোমার মধুর প্রেম আরতি॥

১৬

ভিখারীর সাজে কে এলে।
তৃতীয় প্রহর নিশি নিঝঝুম দশ দিশি—
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে
কে এলে কে এলে॥

সুন্দর হাতে কেন ভিক্ষার ঝুলি
চাঁদের অঙ্গে কেন পথের ধুলি?

আমার কবরীর জুঁই ফুলগুলি
তব চরণের পানে আছে আঁখি মেলে॥

বনভূমি কাঁদে ঝরা-ফুল পল্লব ছড়ায়ে
হে তরুণ সন্ন্যাসী ! বসন্ত কাঁদে তব দুই কর জড়ায়ে।
ওগো উদাসীন ! কোন নিষ্ঠুর সাধে
বিভূতি মাখায়ে হায় ! চৈতালী চাঁদে
আমার এমন ফাগুন-নিশীথে
ধুতুরা-আসব কেন দিলে ঢেলে॥

১৭

ইরাণের বুলবুলি কি এলে
গোলাপের স্বপ্ন লয়ে সিন্ধু-নদীকূলে।
চন্দনের গন্ধে কবি
মিশালে হেনার সুরভি
তোমার গানে মরুভূমির দীর্ঘশ্বাস দুলে॥

কোন সাকীর আঁখির করুণা নাহি পেয়ে
মরুচারী হে বিরহী এলে মেঘের দেশে ধেয়ে।
হেথা কাজল আঁখি নিরখি
তৃষ্ণা তব জুড়াল কি
লালা ফুলের বেদনা ভুলিবে কি পলাশ ফুলে॥

১৮

ধর হাত, নামিয়া এসো শিব-লোক হতে।
শিব-ভিখারি পড়িয়া আছি অশিব মায়া-পথে॥

তব চরণে পাইতে নারি
মায়ার সাথে কেবলই হারি
তুমি আসিয়া তুলিয়া লহ ধ্রুব-জ্যোতির রথে॥

বারে বারে জ্ঞান-দীপ যায় নিভিয়া ঝড়ে
তমসা-ভীত চিত্ত মম কাঁপে তোমার তরে।
জন্ম ও মৃত্যুর
যাতন মম কর দূর—
আর ভাসিতে নারি তৃণসম জোয়ার-ভাটা স্রোতে॥

১৯

জল দাও,—দাও জল!
জল দাও, মরু-পথে মরি তৃষ্ণায়, সাহারার মত হৃদিতল॥

আঁখিজল পিয়া, পিয়া! এতদিন
বেঁচেছিনু; সে আঁখি আজ জল-হীন।
সে কি ছল? তব নয়ন সদাই
করিত যে ছলছল॥

২০

উদার অম্বর দরবারে তোরই—
প্রশান্ত প্রভাত বাজায় বীণা।
শতদল-শুভ্র-পদতল-লীনা
প্রশান্ত প্রভাত বাজায় বীণা॥

সহস্র-কিরণ-তারে হানি ঝঙ্কার
ধ্বনি তোলে অনাহত গভীর ওঙ্কার—
সেই সুরে উদাসীন পরমা প্রকৃতি
ধ্যাননিমগ্না মহা-যোগাসীনা॥

আনন্দ-হংস বিমুগ্ধ গতি-হীন
স্থির হয়ে ব্যোমে শোনে সে জ্যোতির্বীণ
ঝরা ফুল অঞ্জলি তারি চরণে
প্রণতা ধরণী বাণী-বিহীনা॥

২১

পরাজিতা হল অপরাজিতার কাছে
গোলাপের রূপ হায়।
পথের ধুলিতে, ঢেকে দে গোলাপ-বন,
আয় ঝোড়ো হাওয়া আয়॥

বসিল না মোর ময়ূর-সিংহাসনে বনের সে প্রজাপতি,
কোহিনুর ফেলে দেখিল পথের ফুলে
সে-কোন প্রেমের জ্যোতি!

হে প্রেম-ভিখারী! তোমার ধূলির পথে
ডাক দিলে যদি চির-ভিখারিণী হতে,
মরণের ক্ষণে দুটি ফোঁটা আঁখি-জল
সে যেন ভিক্ষা পায়॥

২২

চাঁদিনী রাতে মল্লিকা-লতা
আবার কহিতে চাহে কোন কথা॥

আবার ভ্রমর-নূপুর বাজে
কী-যেন-হারানো হিয়ার মাঝে,
আবার বেণুর উতলা রবে
ব্যাকুল হয়ে ওঠে গোপন ব্যথা॥

তনুর পিঞ্জর ভাঙিয়া কেন হায়
না-জানা আকাশে হৃদয় যেতে চায়।
বায়ুরে ডেকে বলে, বহিতে নারি আর
যে দিল তারে দিও সুরভি মধু-ভার,
কৃপা কর, আমি ঝরিয়া মরে যাই
সহিতে পারি না মাটির মমতা॥

২৩

নয়ন মুদিল কুমুদিনী হায়!
তাহার ধ্যানের চাঁদ ডুবে যায়॥

ভরিল সরসী তারি আঁখি-জলে
ঢলিয়া পড়িল পল্লব-তলে,
অকরুণ নিষাদের তীর সম
অরুণ-কিরণ বেঁধে এসে গায়॥

কপোলের শিশির অভিমানে শুকাল,
পাঁপড়ির আড়ালে পরাগ লুকাল।
সরসীর জলে পড়ে আকাশের ছায়া
নাই সেথা তারা-দল, চাঁদের মায়া,
জলে ডুবে মেটে না প্রাণের তৃষা
হৃদয়ের মধু তার হৃদয়ে শুকায়।

২৪

কেন ফুটালে না ভীরু এ মনের কলি?
জয় করে কেন নিলে না আমারে,
কেন তুমি গেলে চলি॥

ভাঙিয়া দিলে না কেন মোর ভয়
কেন ফিরে গেলে শুনি অনুনয়?
কেন সে বেদনা বুঝিতে পার না
মুখে যাহা নাহি বলি॥

কেন চাহিলে না জল নদী-তীরে এসে
অকরুণ অভিমানে চলে গেলে
মরু-তৃষ্ণার দেশে।

ঝোড়ো হাওয়া ঝরা পাতারে যেমন
তুলে নেয় তার বক্ষে আপন
কেন কাড়িয়া নিলে না তেমনি করিয়া
মোর ফুল-অঞ্জলি॥

২৫

বল রাঙাহংস-দূতী তার বারতা।
দাও তার বিরহ-লিপি, বল, সে কোথা॥

কেমনে কাটে তার অলস-বেলা
আজো কি গাঙের ধারে কাঁদে একেলা,
দু'জনের আশা-তরী ডুবিল যথা॥

দীপ জ্বালেনি কি কেউ তাহার ঘরে
ভাঙা ঘর বেঁধেছে কি নূতন করে।
দেখা হলে তারে কহিও নিরালায়
আমি মরিয়াছি, মোর প্রেম মরেনি হায়
(মোর) অন্তরে সে আজো অন্তর-দেবতা॥

২৬

গোধূলির শুভ লগন এনে সে
কেন বিদায়ের বাঁশী বাজায়!
ওর মিলনের মালা ভালো লাগে না
বুঝি গো
ও শুধু বিরহের অশ্রু চায়॥

কে জানিত ও বিরহ-বিলাসী—
সকালের ফুল চায়, সন্ধ্যায় উদাসী
দিনে যে ধরা দেয়
দীনের মতন
রাতে সে শূন্যে কেন মিশে যায়॥

ঘরে এনে কেন ভোলাতে চায় ঘর
আত্মা জড়ায়ে কাঁদে, আত্মীয়ে করে পর।
প্রেম-কৃপা-ঘন সে নাকি সুন্দর
কেন তবে অসহ দুঃখ দিয়ে কাঁদায়॥

২৭

মোর ধ্যানের সুন্দর এলে কি ফিরে
আসে চন্দন-গন্ধ মৃদুল সমীরে॥

আবার শূন্য এ হৃদি-মাঝে
কার নাম ধরে বাঁশী কেন বাজে
কাঁদে ভ্রমর মাধবী-কুঞ্জ ঘিরে॥

পাপিয়া কেন পিয়া পিয়া ডাকে
কেন দোলা লাগে তনুর চম্পা-শাখে
কেন অন্ধ আঁখি ভাসে অশ্রু-নীরে॥

২৮

যে অবহেলা দিয়ে মোরে করিল পাষাণ
সখি কেন কেঁদে ওঠে তারি তরে মোর প্রাণ॥

যে ফুল ফুটায়ে তার মধু নিল না
মোরে ধরার ধূলিতে এনে ধরা দিল না
কেন তার তরে বুকে এত জাগে অভিমান॥

মোর প্রেম-অঞ্জলি সে যত যায় দলি
তারে তত জড়াতে চাই, শ্যাম-সুন্দর বলি।
সখি বড়র পীরিতি নাকি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি দেয় ক্ষণে হাতে চাঁদ—
চাঁদ সে যে আকাশের—
সে ধরা দেয় না
তবু চকোরীর ভুল হয়না কো অবসান॥

২৯

প্রেম আর ফুলের জাতি কুল নাই
বুলবুলি সে কথা ভুলিল কি হায়!

সে কেন তবে আসে না, রাতের ফুল মোর
হাতে শুকায়॥

রাজ-বাগিচার ফুল হোক যত গরবী
পথের ফুলেও আছে তারি মত সুরভি,
রসের পুতলী হয় পথের ভিখারিণী
যদি প্রেম পায়॥

৩০

একলা গানের পায়রা উড়াই,
সে কাছে নাই গো, সে কাছে নাই।
চাঁদ ভালো লাগে না—তার চেনা কার যেন
ইহুদি মাকড়ি,
সে কেন কাছে নাই, অভিমানে ঝরে যায়—
গোলাপের পাঁপড়ি।
ফিরোজা আকাশের জাফরানী জোছনায়
মন ভরে না, কি যেন চাই গো
কি যেন চাই॥

৩১

মোর দেহ মন বিভব রতন প্রিয়া
তুমি নাও তুমি নাও।
পথের ধূলায় মুক্ত আকাশ-তলে
আমারে থাকিতে দাও॥

সাজাইয়া হীরা মানিকের ফুলদানি
সাধ যায় রাখি সেথা তোমারে
সোনার দালান—প্রাণহীন, সে যে ভুল—আমি
মাটিতে জন্ম আমি যে মাটির ফুল
কেন তা ভুলাতে চাও॥

মাটির রসে যে প্রেমের কুসুম ফোটে
তারি কাছে এসে মধুকর গেয়ে ওঠে,
মোর কাছে এসো—যদি কোনদিন
সে মাটির মধু পাও।

পংক্তিটি অসম্পূর্ণ। দুয়েকটি শব্দ সঠিকভাবে উদ্ধার করা যায়নি।

৩২

অন্তরে প্রেমের দীপ জ্বলে যার
ত্রিভুবনে নাই তার কোথাও আঁধার॥

পথের ধূলি তারই চরণ যাচে
আকাশ কথা কয় তাহারি কাছে
তারি তরে খোলা থাকে সকলের ঘর
সকলের হৃদয়-দুয়ার॥

কে বলে ভিখারিণী সে—কে বলে সে ভিখারী।
ভিক্ষা ঝুলিতে তার বিশ্ব থাকে—ভগবান তাহার দ্বারী॥

তার রীতি বোঝা যায় না
বুকে যার বহে নিতি পিরীতি জেয়ার॥

৩৩

সাঁঝের প্রদীপ কেন নিভে যায়
আমারি দীরঘ-নিঃশ্বাসে হায়॥

মালতীর মালা কেন হয়ে যায় ম্লান
অকারণ অভিমানে কেন কাঁদে প্রাণ
বহুদূরে শুন কার বিদয়ের গান,
কহে যেন—এ জনমে পাব না তোমায়॥

হৃদয়ের পদ্মিনী মেলেছিল দল
শুকাইয়া গেল হায় সরসীর জল
হে বঁধু, ফিরে যদি আস কোনদিন
ফুল যদি নাহি পাও
কাঁটা নিও পায়॥

৩৪

আমি মহাভারতী শক্তি–নারী।
আমি কৃশ–তনু অসিলতা,
স্বাহা আমি তেজ–তরবারি॥

আমি আশা–দীপ, জ্যোতি,—
আমি কল্যাণ, সাম্য, প্রেম, সংহতি,
আমি ভবনে করুণা–কোমল
আমি ভুবনের সর্ব দ্বন্দ্ব সংহারি॥

আমি শান্ত উদাসীন মেঘে আনি বর্ষণ–বেগ
আমি তড়িৎলতা,
পরাজিত পৌরুষে জাগায়ে তুলি
দূর করি নিরাশা দুর্বলতা।

আমি গার্গেয়ী মৈত্রেয়ী ভাগবতী শক্তি,
আমি নবারুণ আলোক আনিব বিশ্বে
তিমির বিদারি॥

৩৫

নীল সরসীর জলে চতুর্দশীর চাঁদ ডোবে
আর উঠে গো।
এলোকেশে ঢেউয়ে জড়াজড়ি করে
পড়ে লুটে গো॥

নীল-শাড়ি-বিজড়িত কিশোরী
কলসী লয়ে ফেরে সাঁতরি।
চাঁদ ভেবে মুদিত কুঁড়ি
হেসে ওঠে ফুটে গো॥

সরসীর পড়শী পলাশ পারুল
সুরভিত সমীরণ হাসিয়া আকুল।
কলসে কঙ্কনে রিনিঝিনি সুর—
বাজে জল-তরঙ্গে সজল বিধুর
কমলিনী হরষে ঢলে পড়ে
পরশে অধরপুটে গো॥

৩৬

শিব-অনুরাগিণী গৌরী জাগে।
আঁখি অনুরঞ্জিত প্রেমানুরাগে॥

স্বপনে কি শিব এসে
বর দিল বর-বেশে
বালিকা বলিতে নারে, শরম লাগে॥

কি হয়েছে উমা তোর-গিরিরাণী সাধে
কে মাখালো কুঙ্কুম ভোরের চাঁদে?
লুকায়ে মায়ের বুকে
বলিতে বাধে মুখে
পাগল শিব ঐ রূপ ভিক্ষা মাগে॥

৩৭

ঘন ঘোর বরিষণ মেঘ-ডমরু বাজে
শ্রাবণ রজনী আঁধার।
বেদনা-বিজুরি-শিখা রহি রহি চমকে
মন চাহে প্রেম অভিসার॥

কোথা তুমি মাধব কোথা তুমি শ্যামরায় !
ঝরিছে নয়ন-বারি অঝোর ধারায় ;
কদম-কেয়া বনে ডাহুকী আনমনে
সাথী বিনা কাঁদে অনিবার ॥

৩৮

উভয়ে : কপোত-কপোতী উড়িয়া বেড়াই
সুদূর বিমানে আমরা দু'জনে।
স্ত্রী : কানন-কান্তার শিহরি ওঠে
মোদের প্রণয়-মদির কূজনে ॥
ভ্রমর গুঞ্জে মঞ্জুল গীতি
হেরিয়া আমার বঁধুর প্রীতি
পুরুষ : আমার প্রিয়ার নয়নে চাহি
কুসুম ফুটে ওঠে বিপিনে বিজনে ॥
স্ত্রী : তোমা ছাড়া স্বর্গ চাহি না, প্রিয় !
মোদের প্রেমে চাঁদ আসে নেমে
মাটির পাত্রে পান করি অমিয় ॥
পুরুষ : বিশ্ব ভুলায়ে ও-রাঙা পায়ে
আমারে বেঁধেছে জীবনে মরণে।

৩৯

নাইয়া কর পার !
কূল নাহি নদী জল সাঁতার
দুকূল ছাপিয়া জোয়ার আসে,
নামিছে আঁধার মরি তরাসে
দাও দাও কূল কূলবধূ ভাসে
নীর পাথার
নাইয়া, কর পার !

৪০

ওরে শুভ্রবসনা রজনীগন্ধা, বনের বিধবা মেয়ে।
হারানো কাহারে খুঁজিস নিশীথ-আকাশের পানে চেয়ে॥
ক্ষীণ তনুলতা বেদনা-মলিন
উদাস মুরতি ভূষণ-বিহীন
তোরে হেরি ঝরে কুসুম-অশ্রু বনের কপোল বেয়ে॥

তুই লুকায়ে কাঁদিস রজনী জাগিস সবাই ঘুমায় যবে
বিধাতারে যেন বলিস, 'দেবতা গো, আমারে লইবে কবে?'
করুণ-শুভ্র ভালোবাসা তোর
সুরভি ছড়ায়ে সারা নিশিভোর
প্রভাতবেলায় লুটাস ধূলায় যেন কারে নাহি পেয়ে॥

৪১

কে গো তুমি গন্ধ-কুসুম
গান গেয়ে কি ভেঙেছ ঘুম।
তোমার ব্যথার নিশীথ নিঝুম
হেরে কি মোর গানের স্বপন॥

সুরের গোপন বাসর-ঘরে
গানের মালা বদল করে
সকল আঁখির অগোচরে
না দেখাতে মোদের মিলন॥

৪২

চমকে চপলা মেঘে মগন গগন।
গরজিছে রহি রহি অশনি সঘন॥

লুকায়েছে গ্রহ-তারা, দিবসে ঘনায় রাতি,
শূন্য কুটীরে কাঁদি, কোথায় ব্যথার সাথী,
ভীত চমকিত-চিত, সচকিত শ্রবণ॥

৪৩

তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর হাতের 'পরে।
মোর কণ্ঠ হতে সুরের গঙ্গা ঝরে॥

তব কাজল-আঁখির ঘন-পল্লবতলে
বিরহ-মলিন ছায়া মোর যবে দোলে
তব নীলাম্বরীর ছোঁয়া লাগে যেন
সেদিন নীলাম্বরে॥

যেদিন তোমারে পাই না কাছে গো
পরশন নাহি পাই,
মনে হয় যেন বিশ্ব-ভুবনে
কেহ নাই, কিছু নাই।

অভিমানে কাঁদে বক্ষে সেদিন বীণ
আকাশ সেদিন হয়ে যায় বাণীহীন
যেন রাধা নাই আর বৃন্দাবনে গো
সব সাধ গেছে মরে।

৪৪

হয়তো আমার বৃথা আশা তুমি ফিরে আসবে না
আশার-তরী ডুরবে কূলে দুখের স্রোতে ভাসবে না
তুমি ফিরে আসবে না॥

হয়তো তুমি এমনি করে
পথ চাওয়াবে জনম ভরে
রইবে দূরে চিরতরে সামনে এসে হাসবে না
তুমি ফিরে আসবে না॥

কামনা মোর রইল মনে রূপ ধরে তা উঠল না
বারে বারে ঝরলো মুকুল ফুল হয়ে তা ফুটল না।

অবুঝ এ প্রাণ তবু কেন
তোমার ধ্যানে বিভোর হেন
তুমি চির চপল নিঠুর
জানি, ভালোবাসবে না॥

৪৫

ওগো ভুলে ভুলে যেন ভুলে ভুলে
তার কালো দুটি আঁখিতারা তুলে
চেয়েছিল শুধু নিরদয় বঁধূ
হায় সেদিন বিজন নদীকূলে॥

কি কথা যেন গো হায়
আমারে বুঝাতে চায়
মুখে নাই কথা, শুধু নীরবতায়
ওগো কয়েছে আমারে সবই ভুলে॥

কয়েছে মলয়, কয়েছে পাপিয়া
ওগো নব-কিশলয় কয়েছে কাঁপিয়া
যে কথা লুকানো ছিল তার মনে
অলি কহে ফুলে ফুলে দুলে দুলে॥

৪৬

সেদিনও বলেছিলে এই সে ফুলবনে
আবার হবে দেখা ফাগুনে তব সনে॥

ফাগুন এলো ফিরে লাগে না মন কাজে
আমার হিয়া ভরি উদাসী বেণু বাজে
শুধাই তব কথা ফাগুন সমীরণে।

শপথ ভুলিয়াছ বন্ধু, ভুলিলে কত কি গো,
বারেক দিয়ে দেখা লুকালে মায়া-মৃগ।

আঁচলে ফুল লয়ে হল না মালা গাঁথা
আসার পথ তব ঢাকিল ঝরা পাতা
পূজার চন্দন শুকালো অঙ্গনে॥

৪৭

চৈতী চাঁদের আলো আজ ভালো নাহি লাগে
তুমি নাই মোর পাশে সেই কথা মনে জাগে॥

এই ধরণীর বুকে কত গান কত হাসি
প্রদীপ নিভায়ে ঘরে আমি আঁখি-নীরে ভাসি
পরাণে বিরহী বাঁশী-ঝুরিছে করুণ রাগে॥

এ কী এ বেদনা আজি আমার ভুবন ঘিরে
ওগো অশান্ত মম, ফিরে এসো, এসো ফিরে।

বুলবুলি এলে বনে, কহে যাহা বনলতা
সাধ যায় কানে কানে আজি বলিব সেকথা
ভুল বুঝিও না মোরে বলিতে পারিনি আগে॥

৪৮

তুমি সারাজীবন দুঃখ দিলে
তব দুঃখ দেওয়া কি ফুরাবে না।
যে ভালোবাসায় দুঃখে ভাসায়
সে কি আশা পুরাবে না॥

মোর জনম গেল ঝুরে ঝুরে
লোকে লোকে ঘুরে ঘুরে
তব স্নিগ্ধ পরশ দিয়ে কি নাথ
দগ্ধ হিয়া জুড়াবে না॥

তুমি অশ্রুতে যে-বুক ভাসালে
সেই বক্ষে এস দিন ফুরালে।
তুমি আঘাত দিয়ে ফুল ঝরালে
হাত দিয়ে কি কুড়াবে না॥

৪৯

বনের তাপস কুমারী আমি গো
সখী মোর বনলতা।
নীরবে গোপনে দুইজনে কই
আপন মনের কথা॥

যবে গিরিপথে ফিরি সিনান করিয়া
লতা টানে মোর আঁচল ধরিয়া
হেসে বলি, 'ওরে ছেড়ে দে, আসিছে
তোদের বন-দেবতা॥

ডাকি যদি তারে আদর করিয়া
'ওরে, বন-বল্লরী!'
আনন্দে তার ফোটা ফুলগুলি
অঞ্চলে পড়ে ঝরি।

লুকায়ে যখন মোর দেবতায়
আবরিয়া রাখে কুসুম পাতায়
ও যে চরণে আমার আসিয়া জড়ায়
যবে হই ধ্যানরতা॥

৫০

হে পাষাণ দেবতা—
মন্দির দুয়ার খোল, কও কথা কও কথা॥

দুয়ারে দাঁড়ায়ে শ্রান্তিহীন দীর্ঘদিন
অঞ্চলের পুজাঞ্জলি

শুকায়ে যায় উষ্ণ বায়
আঁখিদীপ নিভিছে, হায়
কাঁপিছে তনুলতা॥

শুভ্রবাসে পূজারিণী, দিনশেষে
গোধূলি গেরুয়া রং হের প্রিয়
লাগে এসে
খোল দ্বার, শরণ দাও সহে না আর নীরবতা॥

৫১

মম মধুর মিনতি শোন ঘনশ্যাম গিরিধারী
কৃষ্ণমুরারি, আনন্দ ব্রজে তব সাথে মুরারি॥
যেন নিশিদিন মুরলীধ্বনি শুনি
উজান বহে প্রেম-যমুনারি বারি
নূপুর হয়ে যেন হে বনচারী
চরণ জড়ায়ে ধরে কাঁদিতে পারি॥

৫২

দেবযানীর মনে—প্রথম প্রীতির কলি জাগে।
কাঁপে অধর—আঁখি অরুণ অনুরাগে॥

নব-ঘন-পরশে
কদম শিহরে যেন হরষে,
ভীরু বুকে তার তেমনি শিহরণ লাগে॥

দেব-গুরু-কুমার ভোলে সঞ্জীবনী মন্ত্র,
তপোবনে তার জাগে ব্যাকুল বসন্ত।
নব সুর ছন্দ
আনিল অজানা আনন্দ;
পূজা-বেদী তার রাঙিল চন্দন-ফাগে॥

৫৩

চপল আঁখির ভাষায়, হে মীনাক্ষী, কয়ে যাও—
না-বলা কোন বাণী বলিতে চাও॥
আড়ি পাতে নিঝুম বন
আঁখি তুলি চাহিবে কখন?
আঁখির তিরস্কারে ঐ বন-কান্তারে
ফুল ফোটাও॥

নিটোল আকাশ টোল খায়
তোমার চাওয়ায় হে মীনাক্ষী,
নদীজলে চঞ্চলা সফরী লুকায়—
হে মীনাক্ষী।
ওই আঁখির করুণা
ঢালো রাগ অরুণা,
আঁখিতে আঁখিতে ফুল-রাখী বেঁধে দাও॥

৫৪

হাসে আকাশে শুকতারা হাসে
অরুণ-রঞ্জনী উষার পাশে॥

ওকি উষসীর সাথী
বাসর ঘরে জাগে রাতি,
ওকি সখীর মনের কথা জানে আভাসে॥

হাসির ছটায় ওর আঁখি কেন নাচে,
রবির রথের ধ্বনি ওকি শুনিয়াছে।
ও কেন দিবা আসিবার আগে
শ্রান্ত বধূর ঘুম ভাঙে।
ওকি ধরার সূর্যমুখী ফুটেছে নভে—
প্রিয়তমে প্রথম দেখার আগে॥

৫৫

ইরানের রূপ-মহলে শাহজাদী শিরী
জাগো জাগো শিরী।
'প্রিয়া জাগো' বলে ফরহাদ ডাকে শোনো
আজো রাতে ধীরি ধীরি॥

তুমি ধরা দেবে তারে, বে-দরদী।
যদি পাহাড় কাটিয়া আনিতে পারে সে নদী,
হের গো শিলায় শিলায় আজি উঠিয়াছে ঢেউ,
সেথা তব মুখ ছাড়া নাহি আর কেউ,
প্রেমের পরশে যেন মোমের পুতুল—
হয়েছে পাষাণগিরি॥

গলিল পাষাণ, তুমি গলিলে না বলে—
যে প্রেমিক মরেছিল তোমার পাষাণ-প্রতিমার তলে,
সেই বিরহীর রোদন যেন গো
উঠিছে ভুবন ঘিরি॥

৫৬

দোলন-চাঁপা বনে দোলে—
দোল-পূর্ণিমা-রাতে চাঁদের সাথে।
শ্যাম-পল্লব কোলে যেন দোলে রাধা
লতার দোলনাতে॥

যেন দেব-কুমারীর শুভ্রহাসি
ফুল হয়ে দোলে ধরায় আসি
আরতির মৃদু-জ্যোতি প্রদীপ কলি
দোলে যেন দেউল-আঙিনাতে॥

বন-দেবীর ওকি রূপালি-ঝুমকা
চৈতী সমীরণে দোলে—
রাতের সলাজ আঁখিতারা
যেন তিমির আঁচলে।

ও যেন মুঠিভরা চন্দন-গন্ধ
দোলে রে গোপিনীর গোপন আনন্দ,
ও কি রে চুরি করা শ্যামের নূপুর—
চন্দ্রা যামিনীর মোহন-হাতে॥

৫৭

রুম ঝুম রুম ঝুম কে বাজায়—
জল-ঝুমঝুমি।
চমকিয়া জাগে—
ঘুমন্ত বনভূমি॥

দুরন্ত অরণ্যা গিরিনির্ঝরিণী
রঙ্গে সঙ্গে লয়ে বনের হরিণী।
শাখায় শাখায় ঘুম ভাঙায়
ভীরু মুকুলের কপোল চুমি॥

কুহু কুহু কুহরে পাহাড়ী কুহু—
পিয়াল-ডালে
পল্লব-বীণা বাজায় ঝিরিঝিরি সমীরণ
তারি তালে তালে।
সেই-জল ছল ছল সুরে জাগিয়া,—
সাড়া দেয় বন-পারে
সাড়া দেয়—বাঁশী রাখালিয়া,—
পল্লীর প্রান্তর ওঠে শিহরি,
বলে—'চঞ্চলা কে গো তুমি?'

৫৮

শোন ও সন্ধ্যামালতী
বালিকা তপতী—
বেলাশেষের বাঁশী বাজে।

শোনো মাধবী চাঁদের মধুর মিনতি
উদাস আকাশ মাঝে ॥

তব মৌন ব্রত ভাঙো, কও, কথা কও
মোর নৃত্য-আরতির সঙ্গিনী হও ;
মাধবী হেনা হের এলো বাহিরে—
রসরাজে হেরি রাস-নৃত্যের সাজে ॥

তুমি যার লাগি সারাদিন
বিরহ-ধ্যান-লীন—
একাকিনী কুঞ্জে,
হের সে-মাধব
রাতের ভ্রমর হয়ে
তব পাশে গুঞ্জে।
সুন্দর দাঁড়ায়ে তব দ্বারে আঁধারে—
মঞ্জরী-দীপ জ্বালো ডাকো তারে—
বুকের চন্দন-সুরভি ঢালো—
পাতার আঁচলে মুখ ঢেকো না লাজে ॥

৫৯

তুমি সুন্দর হতে সুন্দরতর মম মুগ্ধ মানস মাঝে
ধ্যানে, জ্ঞানে, মম হিয়ার মাঝারে
তোমারি মুরতি রাজে ॥
তোমারি বিহনে হৃদয় আঁধার
তোমারি বিরহে বহে আঁখিধার
আকাশে বাতাসে নিখিল ভুবনে
বেদনার বাঁশী বাজে ॥

কাছে কাছে আছ তবু যেন দূরে
তোমারে খুঁজিয়া সদা ফিরি ঘুরে
পাব কি গো দেখা বারেকের তরে
আমার জীবন সাঁঝে ॥

৬০

পিয়ালা কেন মিছে আনলে ভরি
কি হবে এ বেদনাকে মাতাল করি,
যে ফুলের আজি আর
নাহি কাজ ফুটিবার
দাও ওগো দাও তারে পড়িতে ঝরি॥

যে পাগল কামনার সমাধি ধারে
কেঁদে কেঁদে ঘুমায়েছে ভুলো না তারে,
সে উতাল ভরা নদী
সহসা শুকাল যদি
কি কাজ বাহিয়া আজ ভাঙা এ তরী॥

৬১

আমার যাবার সময় হল
দাও বিদায়।
মোছ আঁখি দুয়ার খোলো
দাও বিদায়।

ফুটে যে ফুল আঁধার রাতে
ঝরে ধূলায় ভোরবেলাতে
আমায় তারা ডাকে সাথে
আয় রে আয়।
সজল করুণ নয়ন তোলো
দাও বিদায়॥

অন্ধকারে এসেছিলাম
থাকতে আঁধার যাই চলে
ক্ষণিক ভালোবেসেছিলে
চিরকালের না-ই হলে।

হলো চেনা হলো দেখা
নয়ন-জলে রইলো লেখা
দূর বিরহে ডাকে কেকা বরষায়।

ফাগুন স্বপন ভোলো ভোলো
দাও বিদায়॥

৬২

সজল কাজল শ্যামল এসো
কদম-তমাল কানন ঘেরি
মনের ময়ূর কলাপ মেলিয়া
নাচুক তোমারে হেরি॥

ফোটাও নীরস চিত্তে সরস মেঘমায়া
আনো তৃষিত নয়নে মেঘল ছায়া।
বাজাও কিশোর বাঁশের বাঁশরী ব্যাকুল বিরহেরই
দাও পদরজঃ হে ব্রজবিহারী, মনের ব্রজধামে
রুমু ঝুমু ঝুমু বাজুক নূপুর চরণ ঘেরি॥

৬৩

ও কে বিকাল বেলা বসে নিরালা বাঁধিছে কেশ
হেরি আর্শিতে নিজেরই চারুমুখ
(চোখে) জাগে আবেশ॥

বসনের শাসন নাই অঙ্গে তাহার
উথলে পড়ে মুক্ত-দেহে যৌবন জোয়ার,
খুলে খুলে পড়ে কেশের কাঁটা—
বেণীর লেশ॥

আঙুলগুলি নাচের ভঙ্গিতে
খেলে বেড়ায় বেণীর বিনুনিতে,
কভু বাঁকায় ভুরু, কভু বাঁকায় গ্রীবা
ঠিকরে পড়ে আয়নায় রূপের বিভা
জাগে সহসা গালে তাঁর সিঁদুর-ডিবার
রঙের বেশ॥

৬৪

চলে কুসমী শাড়ি পরি বসন্তের পরী
নবীনা কিশোরী হেসে হেসে।
হেলিয়া দুলিয়া সমীরণে ভেসে ভেসে॥

রঙ্গিলা রঙ্গে নৃত্য-ভঙ্গে
চলিছে চপলা এলোকেশে।
পাপিয়া 'পিয়া পিয়া' ডাকে শাখে
তাহারে ভালোবেসে॥

মদির চপল বায় অঞ্চল উড়ে যায়
সে বৈকালী সুর যেন চৈতী বেলাশেষে॥

মনে সে নেশা লাগায়
বনে সে আঁখির ইঙ্গিতে ফুল ফোটায়
বেণুবনে তারি বাঁশী বাজে।
তারি নাম গুঞ্জরে বনে ভ্রমর
তার ঝিরঝির মিরমির বাজে মঞ্জীর
নাচের আবেশে
তার ঝুমুর ঝুমুর নূপুর ধ্বনি
হাওয়াতে মেশে॥

৬৫

বেলওয়ারি চুড়ি কে নিবি আয় পুর-নারী।
চুড়িওয়ালী আমি এনেছি চুড়ি রকমারি॥
যৌবন যার হল বাসি
বঁধু যার পরবাসী
এই চুড়ি রুবচ তারি॥

কে আছ বিরহিণী
এই রেশমী চুড়ি কিনি
ভোলো বিরহ ভোলো ভোলো

মিলনের রাখী কাঁচের এ চুড়ি
কালো মেয়ে হবে তার স্বামীর প্যারী॥

যাদু জানে এই চুড়ি
বশ হয় ননদ শাশুড়ি
এ চুড়ি পরলে হাতে
রাঙা বর পায় যত আইবুড়ি।
চাই, চুড়ি চাই—আয় বধূ আয়,
আয় কিশোরী, আয় কুমারী,
নে ভোলা মনের এই চুড়ি মনোহারী॥

৬৬

জোছনা-স্নাহসিত মাধবী নিশি আজ।
পরো পরো প্রিয়া বাসন্তী রাঙা সাজ॥

রাঙা কমল-কলি দিও কর্ণমূলে—
পরো সোনালি চেলি নব সোনালি ফুলে।
স্বর্ণলতার পরো সাতনরী হার—
আজি উৎসব-রাত, রাখ রাখ গৃহ-কাজ॥

পরো করবী মূলে নব আমের মুকুল,
হাতে কাঁকন পরো গেঁথে অতসীর ফুল
দূরে গাহুক ডাহুক পাখি
সখি, মুখর নিলাজ॥

৬৭

চৈতী হাওয়ার মাতন লাগে
হলুদ চাঁপার ডালে ডালে।
তালিবনে বাজে তারি করতালি তালে তালে॥

ভ্রমর-মুখে গুনগুনিয়ে
যায় মৃদু তার সুর শুনিয়ে

শুকনো পাতার মর্মরে তার
নূপুর বাজে রুনঝুনিয়ে।

ফুলে পাতায় রং মাখায় সে
ফিকে সবুজ নীলে লালে,
ওড়ে তাহার রঙের নিশান
প্রজাপতির পাখার পালে॥

৬৮

কৃষ্ণচূড়ার রাঙা মঞ্জরী কর্ণে,
আমি ভুবন ভুলাতে আসি গন্ধে ও বর্ণে॥

মোরে চেন কি?
মোর আঁচলে চাঁপা হেনা জুঁই অতসী
মোর বনের সাজিতে ভরা পলাশ বকুল
নব আমের মুকুল
মম উত্তরী ঝলমল কিশলয়ে পর্ণে॥

আনি মলয় গিরি হতে চন্দন-গন্ধ
হৃদয় উদাস করা সমীর সুমন্দ,
ছড়াই আবীর হাসি জোছনার স্বর্ণে॥

৬৯

পুরুষ : এলে তুমি কে কে ওগো
তরুণা-অরুণা-করুণা-সজল চোখে॥
স্ত্রী : আমি তব মনের বনের পথে
ঝিরি ঝিরি গিরি-নির্ঝরিণী
আমি যৌবন-উন্মনা হরিণী মানস-লোকে॥

পু : ভেসে যাওয়া মেঘের সজল ছায়া
ক্ষণিক মায়া তুমি প্রিয়া,

স্বপনে আসি বাজায়ে বাঁশী
স্বপনে যাও মিশাইয়া ॥

স্ত্রী : বাহুর বাঁধনে দিইনে ধরা
আমি স্বপন-স্বয়ম্বরা ॥
সঙ্গীতে জাগাই ইঙ্গিতে ফোটাই
তোমার প্রেমের জুঁই-কোরকে ॥

পু : এস নেমে আমার মাটির কুটীরে
কঙ্কণ-তালে ডালিম-ডালে
নাচাবে মধুর ময়ূরী দুটিরে।

স্ত্রী : চেয়ো না বন্ধু নামাতে মাটিতে
আসিবে উজান চলে যাব ভাটিতে।

উভয়ে : আধেক প্রকাশ আধেক গোপন
আধো জাগরণ আধেক স্বপন
খেলিব খেলা মোরা ছায়া-আলোকে ॥

৭০

পুরুষ : কিশোরী বাসন্তী ডাকিছে আয় আয়
ফাগুন তোমারে ডাকিছে ফুলবন ॥

স্ত্রী : ডাকে হে শ্যাম তোমায় তাল ও তমাল বন
শন শন ॥

পু : তুমি ফুলের বারতা
স্ত্রী : তুমি বন-দেবতা
উভয়ে : আমরা আভাস ফাল্গুনের
দূর স্বর্গের পরশন ॥

পু : কল্প-লোকের তুমি রূপরাণী গো প্রিয়া
অপাঙ্গে ফোটাও জুঁই চম্পা টগর মোতিয়া।

স্ত্রী : নিঠুর পরশ তব (হায়) যাচিয়া জাগে বনভূমি
ফুলদল পড়ে ঝরি তব চারু পদ চুমি।
উভয়ে : আমরা ফুলশর-উর্বশী
দেব-সভার মোরা হরষণ॥

৭১

যাও মেঘদূত, দিও প্রিয়ার হাতে
আমার বিরহলিপি লেখা কেয়া-পাতে॥

আমার প্রিয়ার দীরঘ নিশাসে
থির হয়ে আছে মেঘ যে-দেশেরই আকাশে॥

আমার প্রিয়ার ম্লান মুখ হেরি
ওঠে না চাঁদ আর যে-দেশে রাতে॥

পাইবে যে-দেশে কুন্তল সুরভি বকুল ফুলে
আমার প্রিয়া কাঁদে এলায়ে কেশ সেই মেঘনা-কূলে।
স্বর্ণলতা সম যার ক্ষীণ করে
বারে বারে কঙ্কণ চুড়ি খুলে পড়ে
মুকুল বাসে যথা বরষার ফুলদল
বেদনায় মুরছিয়া আছে আঙিনাতে॥

৭২

নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে
হে প্রিয়, কোথা তুমি দূর প্রবাসে।
বিহগী ঘুমায় বিহগ-কোলে
ঘুমায়েছে ফুলমালা শ্রান্ত আঁচলে
ঢুলিছে রাতের তারা চাঁদের পাশে॥

ফুরায় দিনের কাজ,
ফুরায় না রাতি

শিয়রের দীপ হায়
অভিমানে নিভে যায়
নিভিতে চাহে না নয়নের বাতি।

কহিতে নারি কথা তুলিয়া আঁখি
বিষাদ-মাখা মুখ গুণ্ঠনে ঢাকি,
দিন যায় দিন গুণে, নিশি যায় নিরাশে॥

৭৩

বাদল ঝর ঝর আসিল ভাদর
বহিছে তরলতর পূবালি পবন।
মেঘলা যামিনী-দামিনী চমকায়
কালো মেয়ের ভীরু প্রেমের মতন॥

আমি ভুলিয়াছি মেঘেরা ভোলেনি
সেই কালো চোখ, সেই বিনুনী-বেণী
প্রিয়ার দূতীসম স্মরণে আনে মম
এসেছিল একদিন এমন শুভ্র-লগন॥

আর কিছু ছিল কিনা, ছিল নাতো স্মরণে,
শুধু জানি দুইজন ছিনু এই ভুবনে,
সহসা মোদের মাঝে ছুটে এল পারাবার
কে কোথায় হারাইনু কূল নাহি পেনু আর;
মনে পড়ে বরষায়, তার সেই অসহায়
বিদায়-বেলায় আঁখি অশ্রু-সঘন॥

৭৪

আমি কৃষ্ণচূড়া হতাম যদি,
হতাম ময়ূরপাখা। (সখা হে)
তোমার বাঁকা চূড়ায় শোভা পেতাম
ওগো শ্যামল বাঁকা॥

আমি হলে গোপী চন্দন, শ্যাম,
অলকা-তিলকা হতাম,
শ্যাম-চাঁদমুখে
শ্রী-অঙ্গের পরশ পেতাম
হলে কদম-শাখা॥

আমি বৃন্দাবনের বন-কুসুম
হতাম যদি কালা,
তোমার কণ্ঠ ধরে ঝরে যেতাম
হয়ে বনমালা।
আমি নূপুর যদি হতাম হরি
কাঁদিতাম শ্রীচরণ ধরি
ব্রজধূলি হলে রইতো বুকে
চরণচিহ্ন আঁকা॥

৭৫

সুন্দর অতিথি এসো, এসো কুসুমঝরা বনপথে
তোমার আশায় মুকুলগুলি চেয়ে আছে প্রভাত হ'তে॥

পাতায় পাতায় শিহর লাগে
তোমার আসার অনুরাগে
কণ্ঠে কুহুর কূজন জাগে
প্রজাপতির পাখায় জাগে
চঞ্চলতা
ছাইল আকাশ রাঙা আলোতে॥

চলতে যদি বেদনা পায় তব কোমল চরণ-কমল।
বন-বীথিকার পথ-ধুলি ছেয়েছে পাপড়ির দল
পেয়ে তোমার আসার আভাস
চেয়ে আছে উদাস আকাশ
উতল হল মন্দ বাতাস
তুমি আসবে কখন সোনার রথে॥

৭৬

বনের ময়ুর কোথায় পেলি এমন চিত্র-পাখা
তোর পাখাতে হরির শিখী-পাখার স্মৃতি আঁকা॥

তারি মত হেলে দুলে
নাচিস রে তুই পেখম খুলে
তনুতে তোর শ্যামের আঁখির নীলাঞ্জন মাখা॥

হারিয়ে নওল কিশোরেরে দিবানিশি ঝুরি'
তাই কি শ্যামের বিভূতি তুই আনলি করে চুরি।
সান্ত্বনা কি দিতে মোরে
শ্যাম রেখে গেছে তোরে,
তাই তো তোরে হেরি, ওরে যায় না কাঁদন রাখা॥

৭৭

স্ত্রী : তোমায় দেখি নিতুই চেয়ে চেয়ে
ওগো অচেনা বিদেশী নেয়ে॥

পুরুষ : যেতে এই পথে তরী বেয়ে
দেখি নদীর ধারে তোমায় বারে বারে
সজল কাজল-বরণী মেয়ে॥

স্ত্রী : তোমার তরণীর আসার আশায়
বসে থাকি কূলে, কলস ভেসে যায়।

পু : তুমি পরো যে শাড়ি ভিন গাঁয়ের নারী
আমি নাও বেয়ে যাই তারি সারি গান গেয়ে॥

স্ত্রী : গাগরির গলায় মালা জড়ায়ে
দিই তোমার তরে বঁধু স্রোতে ভাসায়ে।

পু : সেই মালা চাহি
নিতি এই পথে গো আমি তরী বাহি।

উভয়ে : মোরা এক তরীতে এক নদীর স্রোতে
যাব অকূলে ধেয়ে॥

৭৮

নাচে নটরাজ মহাকাল।
অম্বর ছাপিয়া পড়ে লুটাইয়া
আলো ছায়ার বাঘ-ছাল॥

কাল-সিন্ধুজলে তাথৈ তাথৈ রব
শুনি সেই নৃত্যের নাচে মহাভৈরব।
বিষাণ-মন্ত্রে বাজে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে মৃত কঙ্কাল॥

গঙ্গা-তরঙ্গে অপরূপ রঙ্গে
ছন্দ জাগে সেই নৃত্য-বিভঙ্গে
জ্যোৎস্না-আশিসধারা ঝরে চরাচরে
ছাপিয়া ললাট-শশী-ভাল॥

৭৯

এসো হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া
বেণুকুঞ্জ-ছায়ায় এসো তাল-তমাল-বনে
এসো শ্যামল,
ফুটাইয়া যুথী কুন্দ নীপ কেয়া॥

বারিধারে এসো চারিধারে ভাসায়ে
বিদ্যুৎ-ইঙ্গিতে দশদিক হাসায়ে
বিরহী মনে জ্বালায়ে আশার আলেয়া
ঘন দেয়া, মোহনীয়া, শ্যাম-পিয়া॥

শ্রাবণ বরিষণ হরষণ ঘনায়ে
এসো নব ঘন শ্যাম নূপুর শোনায়ে।
হিজল তমাল ডালে ঝুলন ঝুলায়ে
তাপিতা ধরার চোখে অঞ্জন বুলায়ে
যমুনা-স্রোতে ভাসায়ে প্রেমের খেয়া
ঘন দেয়া, মোহনীয়া, শ্যাম-পিয়া॥ ॥

৮০

তৃষিত আকাশ কাঁপে রে,
প্রখর রবির তাপে রে।
চাহিয়া তৃষ্ণার বারি
চাতক উঠে ফুকারি
করুণ শ্রান্ত বিলাপে রে॥

রুদ্র যোগী ওকে দূর বিমানে
নিমগ্ন রহিয়াছে যেন ধ্যানে।
শকুন্তলা সম ভয়ে
কাঁপে ধরা রয়ে রয়ে
অগ্নি–ঋষির অভিশাপে রে॥

৮১

আর্শিতে তোর নিজের রূপই দেখিস চেয়ে চেয়ে
আমায় চেয়ে দেখিসনে তাই
রূপ–গরবী মেয়ে॥

নাইতে গিয়ে নদীর জলে
দেরী করিস নানান ছলে
ভাবিস তোরে দেখতে কখন
আসবে জোয়ার ধেয়ে।
রূপ–গরবী মেয়ে॥

চাঁদের সাথে মিলিয়ে দেখিস
চাঁদ–পানা মুখ তোর
ভাবিস তুই–ই যেন আসল শশী
চাঁদ যেন চকোর।
ওলো চাঁদ যেন চকোর
বনের পথে আনমনে
দাঁড়িয়ে থাকিস অকারণে
ভাবিস তোরে দেখেই বুঝি
বিহগ ওঠে গেয়ে
ওলো রূপে–গরবী মেয়ে॥

৮২

বসিয়া বিজনে কে গো বিমনা
নিরালায় বাসনা-তুলিকায়
আঁকিছ কোন আলপনা ॥

অনামিকায় কভু জড়াও অঞ্চল
(কভু) ভাসাও স্রোতে মালার ফুলদল
কভু আনমনে চাহ-গগন-কোণে
যেন কোন উদাসী কামনা ॥

পলক নাই চোখে, মুখে নাহি বাণী
ফেলে-যাওয়া যেন কার বাঁশরীখানি।
তাহারি আগমনী অন্তরে শুনি
উছলি উঠিবে মৌন সুরধুনী
বাজিবে মধু-মুরছনা ॥

৮৩

ও কে মুঠি মুঠি আবীর কাননে ছড়ায়।
রাঙা হাসির পরাগ-ফুল আননে ঝরায় ॥

তার রঙের আবেশ লাগে চাঁদের চোখে
তার লালসার রং জাগে রাঙা অশোকে
তার রঙীন নিশান দোলে কৃষ্ণচূড়ায় ॥

তার পুষ্পধনু দোলে শিমুল-শাখায়
তার কামনা কাঁপে গো ভোমোরা-পাখায়
সে খোঁপাতে বেলফুলের মালা জড়ায় ॥
সে কুসমী শাড়ি পরায় নীল-বসনায়
সে আঁধার মনে জ্বালে লাল রোশনাই
সে শুকনো বনে ফাগুন আগুন ধরায় ॥

৮৪

আকুল হলি কেন বকুল বনের পাখী
দেখেছিস তুইও নাকি প্রিয়ার ডাগর আঁখি॥
মধু ও বিষ মেশা
সেই যে আঁখির নেশা
তোরে করেছে পাগল, তাই কি এত ডাকাডাকি॥

চোখে পড়লে বালি জ্বালাতে জ্বলিয়া মরি
চোখে যার পড়েছে চোখ, সে বাঁচে কেমন করি।
ফিরাই আঁখি যেদিক পানে
তারি ছবি মনে আনে
বলিস পাখী দেখা হলে প্রাণ শুধু আছে বাকি॥

৮৫

বেদনার সিন্ধু মন্থনে শেষ, হে ইন্দ্রাণী,
জাগো জাগো, করে সুধা-পাত্রখানি॥

রোদন-সায়রে ধুয়ে পুষ্পতনু
এস অশ্রুর বরষার ইন্দ্রধনু
হের কূলে অনুরাগে
জীবন-দেবতা জাগে
ধরিরে বলিয়া তব পদ্মপাণি॥

তব দুখ-রাত্রির তপস্যা শেষ
এলো শুভদিন,
অতল-তমসা-পারে প্রভাতের প্রায়
জাগো অমলিন।
সুরলোক-লক্ষ্মী গো তুমি অমরার
এসো এসো পার হয়ে ব্যথার পাথার॥
অশ্রুত অশ্রুর
নীরবতা কর দূর
কূলে কূলে হাসির তরঙ্গ হানি॥

৮৬

ঝরঝর অঝোর ধারায় ঝরিছে মনে
রঙের ঝুরি।
দোলন-খোঁপায় দোল দিয়ে যায়
দুলাল-চাঁপার তরুণ কুঁড়ি॥
চঞ্চলতার আবেশ লেগে
আঁচল আমার রয় না গায়ে,
জরিন ফিতার বাঁধন টুটে
ব্যাকুল বেণি লুটায় পায়ে।
খেলছে চোখে মন্মথ আজ
রতির সখে লুকোচুরি,
নাচের তালে আপনি বাজে
চপল হাতে কঁকন চুড়ি॥

৮৭

চাও চাও চাও নববধূ অবগুণ্ঠন খোলো
আনত নয়ন তোলো।
সই আমি যে ননদী খরতর নদী লজ্জা কি?
লজ্জায় ফুল-শয্যায় কাল ছিল না তো নত ওই আঁখি।
আমি সবই বলে দেবো যদি বউ কথা না বলো॥

'বউ কথা কও' ডাকে পাখি
তবুও নীরব রবে নাকি?
দেখি দেখি গালে লালী ও কিসের?
লজ্জায় বুঝি লাল হলো॥

ওকি অধীর চরণে যেয়ো না যেয়ো না
আন-ঘরে লুকাইতে, দেখে যদি কেউ।
সখি, পাশের ও-ঘরে মানুষ যে রহে
তারও অন্তরে বহে বিরহের ঢেউ।

লজ্জাই যদি তব ভূষণ
সজ্জায় ছিল কি প্রয়োজন?
সুখে-সুখী হব দুখে দুখী
বসো মুখোমুখি
লাজ ভোলো॥

৮৮

মৌন আরতি তব বাজে নিশিদিন
ত্রিভুবন মাঝে প্রভু বাণীবিহীন॥
সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় গ্রহ-তারাদল
স্থির হয়ে রয় অপলক অচপল
ধ্যান-মৌনী মহাযোগী অটল
আপন মহিমায় তুমি সমাসীন॥

মৌন সে সিন্ধুতে জলবিম্বের প্রায়
বাণী ও সঙ্গীত যায় হারাইয়া যায়।
বিস্ময়ে অনিমেষ আখি চেয়ে রয়
তব পানে অনন্ত সৃষ্টি, প্রলয়,
তব ধ্রুব-লোকে, হে চির-অক্ষয়
সকল ছন্দ-গতি হইয়াছে লীন॥

৮৯

হায় আঙিনায় সখি
আজও কি সেই চাঁপা ফোটে।
হায় আকাশে সখি
আজও কি সেই চাঁদ ওঠে॥

সখি তাহার হাতের হেনা গাছে
বুঝি প্রথম মুকুল ধরিয়াছে?
হায় যমুনার বাঁশী বাজে কি আর ছায়ানটে॥

শিয়রের জানলা খুলে দে বাহিরে চাহিয়া দেখি
আমার বাগানে আবার বসন্ত আসিয়াছে কি?
দেখি সেই ডালিম ফুলে হায় আছে কি রং
সে আগেকার?
ও-বাড়ির ছাদের টবে সেই বেলফুল
ফুটলো কি আবার?
আজ আসিবে সে, মনে লয়ে

তারি আসার আভাস বনে জাগে
হায় শত সাধ জাগে মরণ-মলিন মোর ঠোঁটে ॥

৯০

বনে যায় যায় আনন্দ-দুলাল
বাজে চরণে নূপুরের রুনুঝুনু তাল।
বনে যায় গোঠে যায়
ও কি নন্দ-দুলাল ও কি ছন্দ-দুলাল
ওকি নন্দন-পথ-ভোলা নৃত্যগোপাল ॥

তার বেণুরবে ধেনুগণ আগে যেতে পিছে চায়
ভক্তের প্রাণ গলে
উজান বহিয়া যায়,
লুকিয়ে দেখিতে এল দেবতারি দল
হয়ে কদম তমাল ॥

ব্রজগোপিকার প্রাণ তার চরণে নূপুর
শ্রীমতী রাধিকা তার বাঁশরীর সুর।
সে যে ত্রিলোকের স্বামী তাই ত্রিভঙ্গ-রূপ
করে বিশ্বের রাখালি সে চির-রাখাল ॥

৯১

নবনীত সুকোমল লাবণি তব শ্যাম
অবনীতে টলে টলমল।
পত্রে পুষ্পে বনে সুনীল গগন-কোলে
সেই লাবণির মায়া ঝলে ঝলমল ॥

বিল-ঝিল, তড়াগ, পুকুর
সাগর-নদীতে তব শ্যামলিমা
হেরি ভরপুর।

শিশির-মুকুরে তব করুণ-ছায়া, শ্যাম
করে ছলছল॥

নীলের সাগরে তব যেন বিন্দু-প্রায়
কোটি গ্রহ তারকা ভাসিয়া ভাসিয়া যায়
বিশ্ব ব্রহ্মলোক অহরহ করে ধ্যান,
শ্যামসুন্দর তব রূপ ঢল ঢল॥

৯২

সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ
হে মহাকাল প্রলয়-তাল ভোলো ভোলো॥

ছড়াক তব জটিল জটা
শিশু-শশীর কিরণ-ছটা
উমারে বুকে ধরিয়া সুখে দোলো দোলো॥

মন্দ-স্রোতা মন্দাকিনী সুরধুনী-তরঙ্গে
সঙ্গীত জাগাও হে তব নৃত্য-বিভঙ্গে।
ধুতরা ফুল খুলিয়া ফেলি
জটাতে পর চম্পা বেলি
শ্মশানে নব জীবন, শিব, জাগিয়ে তোলো।

৯৩

দোলা লাগিল দখিনার
বনে বনে।
বাঁশরী বাজিল ছায়ানটে মনে মনে॥
চিত্তে চপল নৃত্যে কে
ছন্দে ছন্দে যায় ডেকে
যৌবনের বিহঙ্গ ঐ ডেকে ওঠে
ক্ষণে ক্ষণে॥

বাজে বিজয়-ডঙ্কা তার এল তরুণ ফাল্গুনী।
জাগো ঘুমন্ত জাগো ঘুমন্ত—দিকে দিকে ঐ গান শুনি।
টুটিল সব অন্ধকার
খোলো খোলো বন্ধ দ্বার
বাহিরে কে যাবি আয়—সে শুধায়
জনে জনে॥

৯৪

হের গোধূলি-বেলা সই ঘনিয়ে এলো ওই
কি ভয়ে কি জানি উঠল্ অঙ্গ ছমকে!
কেন জল নিতে এলাম সই অবেলা
একে অল্প বয়স তাহে একেলা।
কাঁধে কাঁখে ঘড়া দেহে ডালি-ভরা
যৌবন-পসরা উঠি চমকে॥

পিছে পিছে আসিছে যেন কে
হাসে চটুল চোখে।
আর চলতে নারি সখি ধর ধর
কাঁপে দেহলতা কেন থর থর।
ঐ কলঙ্কী কালারে বল্ যেতে বল্
দেশ ভরিবে মোদের কলঙ্কে।
বল্ তারে, জল্ নিতে কাল হতে
আসব না আর এ পথে॥

৯৫

পুরুষ : কোন ফুলের মালা দিই
তোমার গলে লো প্রিয়া।
বুলবুল গাহিয়া ওঠে
তব ফুলের পরশ নিয়া॥

স্ত্রী : হাতে দিও হেনার গুছি কেশে শিরীষ ফুল,
কর্ণে দিও টগরকুঁড়ি অপরাজিতার দুল।

কুন্দকলির মালা দিও না-হে পেলে বকুল
ফুলের সাথে হৃদয় দিতে হয় না যেন ভুল॥

পু : কোন ভূষণে রাণী
ও রূপের করি আরতি,
হায় সোনার বরণ মলিন হেরি
তোমার রূপের জ্যোতি॥

স্ত্রী : তোমার বাহুর বাঁধন প্রিয় সেই তো গলার হার
হাতে দিও মিলন-রাখী খুলবে না যা আর।
কানে দিও, কানে কানে কথার দুটি দুল
নিত্য নূতন ভূষণ দিও প্রেমের কামনার॥

পু : কোন নামেতে ডাকি
সাধ না মেটে কোনো নামে।
তব নাম গানে সব কবি
হার মানে ধরাধামে।

স্ত্রী : সুখের দিনে, সখি বলো সেই তো মধুর নাম
দুখের দিনে বন্ধু বলে ডেকো অবিরাম।
নিরালাতে রাণী বলো শ্রবণ-অভিরাম
বুকে চেপে প্রিয়া বলো সেই তো আমার নাম॥

৯৬

পুরুষ : বনদেবী এস গহন বন-ছায়ে।
স্ত্রী : এস বসন্তের রাজা নূপুর-মুখর পায়ে॥

পু : তুমি কুসুম-ফাঁদ
স্ত্রী : তুমি মাধবী চাঁদ
উভয়ে : আমরা আবেশ ফাল্গুনের
ভাসিয়া চলি স্বপন-নায়ে॥
পু : কল্প-লোকের তুমি
রূপরাণী লো প্রিয়া
অপাঙ্গে ফোটাও যুঁই, চম্পা, টগর, মোতিয়া

স্ত্রী : নিষ্ঠুর পরশ তব (হায়)
যাচিয়া জাগে ... বনভূমি
ফুলদল পড়ে ঝরি তব চারু পদচুমি।
উভয়ে : সুন্দরের পথ সাজাই
ঝরা-কুসুমদল বিছায়ে

৯৭

মিনতি রাখো রাখো পথিক, থাকো থাকো
এখনি যেয়ো না গো—না না না॥
এখনি গেয়ো না গো—না-না-না॥
ক্ষণিক অতিথি বিদায়ের গীতি
এখনি গেয়ো না গো—না না না॥

চৈতী পূর্ণিমা চাঁদের তিথি, হে অতিথি,
পুষ্প-পাগল এ বনবীথি
ধূলায় ছেয়ো না গো—না-না-না॥

বলি বলি করে হয়নি যা বলা
যে কথা ভরিয়াছিল
বুকের তলা—
সে কথা না শুনে, সুন্দর অতিথি হে,
যেতে চেয়ো না গো
না না না।

৯৮

মোরে রাখিসনে আর ধরে।
পারের ঠাকুর ডাক দিয়েছে (ডাক দিয়েছে ওরে)
এই পারেরই অন্ধকারে মন যে কেমন করে॥

আয়ু-রবির অস্তপথে
এল ঠাকুর কনক-রথে
গোধূলি-রঙ হাসিটি তার ঝরছে চোখের পরে॥

চোখ দুটি মোর ভরে জলে
বলব ঠাকুর নাও গো কোলে,
রইতে নারি (আমি তোমায় ছেড়ে) রইতে নারি
আমার এ প্রাণ (পূজার ফুলের মত)
তোমার পায়ে পড়ুক ঝরে॥

৯৯

তোমাদের দান তোমাদের বাণী
পূর্ণ করিল অন্তর
তোমাদের রস-ধারায় সিনানি
হল তনু শুচি-সুন্দর॥
শান্ত উদার আকাশের ভাষা
মলিন মর্তে অমৃত পিপাসা
দিলে আনি, দিলে অভিনব আশা
গগন-পবন সঞ্চর॥

বুলায়ে মায়ার অঞ্জন চোখে
লয়ে গেলে দূর কল্পনা-লোকে
রাঙালে কানন পলাশে অশোকে
তোমাদের মায়া-মন্তর॥

ফিরদৌসের পথ-ভোলা-পাখি
আনন্দলোকে গেলে সবে ডাকি
ধূলি-ম্লান মন গেলে রঙে মাখি
ছানিয়া সুনীল অম্বর॥

১০০

অনাদরে স্বামী পড়ে আছি আমি
তব কোলে তুলে নাও।
নিয়ে ধরণীর ধূলি আছি আমি ভুলি
চরণের ধূলি দাও॥

বিভবে বিলাসে সংসার কাজে
অশান্ত প্রাণ কাঁদে বন্ধন-মাঝে
বৃথা দ্বারে দ্বারে চেয়েছি সবারে
এবার তুমি মোরে চাও॥

যাহা কিছু প্রিয় জীবনে মম
হরিয়া লহ তুমি প্রিয়তম।
সূর্যের পানে সূর্যমুখী ফুল
যেমন চাহিয়া রয় বিরহ-ব্যাকুল।
তেমনি প্রভু আমার এ মন
তোমার পানে ফিরাও॥

১০১

যোগী শিব-শঙ্কর ভোলা দিগম্বর
ত্রিলোচন দেবাদিদেব
ধ্যানে সদা মগন॥
চির শ্মশানচারী
অনাদি সমাধিধারী,
স্তব্ধ ভয়ে চরণে তাঁরি
প্রণতি করে গগন॥

ত্রিশূল বিষাণ রহে পড়িয়া পাশে
ললাটে শশী নাহি হাসে।
গঙ্গা তরঙ্গ-হারা ভীত ভুবন।
ত্রাহি হে শম্ভু শিব
ত্রাসে কাঁপে জড় ও জীব
ভোলো এ ভীষণ তপ
গাহিতেছে সঘন॥

১০২

ভোরে স্বপনে কে তুমি দিয়ে দেখা
লুকালে সহসা।

মোর তপনের রাঙা কিরণ যেন
ঘিরিল তমসা॥

না ফুটিতে মোর কথার কুঁড়ি
চপল বুলবুলি গেলে উড়ি
গেল ভাসিয়া ভোরের সুর যেন
বিষাদ-অলসা॥

জেগে দেখি হায় ঝরা ফুলে আছে ছেয়ে
তোমার পথতল,
ওগো অতিথি কাঁদিছে বনভূমি
ছড়ায়ে ফুলদল।
মুখর আমার গানের পাখি
নীরব হলো হায় বারেক ডাকি
যেন ফাগুনের জ্যোৎস্না-হসিত রাতে
নামিল বরষা॥

১০৩

যুগ যুগ ধরি লোকে-লোকে মোর
প্রভুরে খুঁজিয়া বেড়াই।
সংসারে গেহে, প্রীতি ও স্নেহে
আমার স্বামী বিনে সুখ নাই॥

তাঁর চরণ পাবার আশা লয়ে মনে
ফুটিলাম ফুল হয়ে কতবার বনে।
পাখি হয়ে তাঁরি নাম
শতবার গাহিলাম
তবু হায় কভু তার দেখা নাহি পাই॥

গ্রহ-তারা হয়ে খুঁজেছি আকাশে
দিকে দিকে ছুটেছি মিশিয়া বাতাসে
পর্বত হয়ে নাম কোটি যুগ ধেয়ালাম
নদী হয়ে কাঁদিলাম খুঁজিয়া বৃথাই॥

পশু-পাখি তরুলতা জড় জীব হয়ে হায়
শত রূপে শত লোকে আমি যাই খুঁজি তায়
ধরা দিই দিই করে
সহসা সে যায় সরে
যত নাহি পাই তত তাঁহারে ধেয়াই॥

১০৪

দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল
যায় ভেসে যায় কালের স্রোতে।
ওগো সুদূর ওগো বিধুর
তোমার সাগর-তীর্থ-পথে॥
বিফল দিনের কমলগুলি
পড়লো ঝরে পাঁপড়ি খুলি,
নিও প্রিয় তাদের তুলি
দিনশেষের ম্লান আলোতে॥

সঞ্চিত মোর দিনগুলি হায়
ছড়িয়ে গেল অযতনে
তোমার বরণ-মালা গাঁথা
হল না আর এ জীবনে।

অন্য মনে কখন বেভুল
ভাসিয়ে দিলাম দলি সে ফুল,
বঞ্চিত তাই হবে কি হায়
তোমার চরণ-ছোঁয়া হতে॥

১০৫

বেণুকা ও-কে বাজায় মহুয়া বনে
কেন ঝড় তোলে তার সুর আমার মনে॥
বলে আয় সে দুরন্তে, সখি,
আমারে কাঁদাবে সারা জনম ও-কি?
সে কি ভুলিতে তারে দেবে না জীবনে॥

সখি, ভালো ছিল তার তীর-ধনুক সিঁদুর
বাজে আরো সকরুণ তার বেণুকার সুর।
সখি, কেন সে বন-বিলাসী
আমারি ঘরের পাশে বাজায় বাঁশী?
আছে আরো কত দেশ
কত নারী ভুবনে॥

১০৬

আমার বিফল পূজাঞ্জলি
অশ্রু-স্রোতে যায় যে ভেসে
তোমার আরাধিকার পূজা
হে বিরহী, লও হে এসে॥
খোঁজে তোমায় চন্দ্র তপন
পূজে তোমায় বিশ্বভুবন
আমার যে নাথ ক্ষণিক জীবন
মিটবে কি সাধ ভালোবেসে॥

না দেখা মোর বন্ধু ওগো
কোথায় তুমি
কোথায় বাঁশী বাজাও একা,
প্রাণ বোঝে তা অনুভবে
নয়ন কেন পায় না দেখা।
সিন্ধু যেমন বিপুল টানে
তটিনীরে টেনে আনে
তেমনি করে তোমার পানে
আমায় ডাকো নিরুদ্দেশে॥

১০৭

মম প্রাণ-শতদল হোক প্রণামী-কমল
(ওগো) তব চরণে।
আমার এ হৃদয় নাথ হোক তন্ময়
তোমারি স্মরণে॥

তব পূজার বেদী হোক আমার এ মন
হোক আরতি-প্রদীপ মোর এ দুটি নয়ন
নাথ, লহ মোরে পায় তোমারি সেবায়
জীবনে-মরণে॥

মম দুঃখ-সুখে মম তৃষিত বুকে
তুমি বিরাজ,
মোর সকল কাজে বীণা-বেণু সম
নিশিদিন বাজো॥

মোর দেহখানি, নাথ চন্দন প্রায়
হোক ক্ষয় তব মন্দির-পাষাণ-শিলায়
আমি পাই যেন লয়, নাথ, তব সৃষ্টির
রূপে বরণে॥

১০৮

অন্তরে তুমি আছ চিরদিন,
ওগো অন্তর্যামী
বাহিরে বৃথাই যত খুঁজি তাই
পাই না তোমারে আমি॥

প্রাণের মতন, আত্মার সম
আমাতে আছ হে অন্তরতম
মন্দির রচি বিগ্রহ পূজি
দেখে তুমি হাস স্বামী॥

সমীরণ সম, আলোর মতন
বিশ্বে রয়েছ ছড়ায়ে,
গন্ধ-কুসুমে সৌরভ সম
প্রাণে প্রাণে আছ জড়ায়ে।
তুমি বহুরূপী তুমি রূপহীন
তব লীলা হেরি অন্তবিহীন,
তব লুকোচুরি-খেলা সহচরী
আমি যে দিবসযামী॥

১০৯

নারায়ণ ! নারায়ণ !
যে নাম জপেন ইন্দ্র-চন্দ্র-ব্রহ্মা-মহেশ্বর
যে নাম করেন ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর।
সীমা যাঁহার পায় না খুঁজি অসীম চরাচর।
যাঁর করে শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র সুদর্শন,
নারায়ণ ! নারায়ণ !!

যাঁর অনন্তলীলা যাঁর অনন্ত প্রকাশ
মধুকৈটভাসুর কংসে যুগে যুগে করেন নাশ
কভু করাল ভীষণ কভু মদনমোহন।
নারায়ণ ! নারায়ণ !
যাঁর মুখে গীতা হাতে বাঁশী নূপুর রাঙা পায়
কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে কভু গৌর নদীয়ায়
মোর মন-গোপিনী উন্মাদিনী ডাকে অনুক্ষণ।
নারায়ণ ! নারায়ণ !

১১০

নাচে গৌরীদিব্য হিমগিরি-দুহিতা
নাচে দীপ্তিমতী নাচে উমা তপতী
নাচে রে চির-আনন্দিতা॥

তার কিরণ-আঁচল দোলে ঝলমল
গিরি-পাষাণ অটল করে টলমল
গলিয়া তুষার ঝরে নির্ঝর জল
তার চরণ-ছন্দ-চকিতা॥

তার নাচের মায়ায় প্রাণ পায় জড় জীব
ভুলি বিরহ সতীর জাগে যোগীন্দ্র শিব।
জাগে কুসুম-কলি গাহে বিহগ অলি
তার রূপে ত্রিদিব হল দীপান্বিতা॥

১১১

এলো এলো রে ঐ সুদূর বন্ধু এলো।
এলো পথ-চাওয়া এলো হারিয়ে পাওয়া
মনের আঁধার দূরে গেলো
ঐ বন্ধু এলো॥

এলো চঞ্চল বন্যার ঢল
মন্থর স্রোতধারে,
এলো শ্যামল মেঘ-মায়া
তৃষিত-গগন ঘিরে।
তার পলাতকা মুগে বন ফিরে পেলো॥

এলো পবনে চঞ্চল বিহ্বলতা
শান্ত ভবনে এলো সারা ভুবনের কল-কথা।
অলি গুঞ্জরি কয়, জাগো বন-বীথি
ডাকে দখিণা-মলয় এলো এলো অতিথি।
বাজে তোরণ-দ্বারে বাঁশরী-গীতি
দুখ-নিশি পোহালো আঁখি মেলো॥

১১২

পুরুষ : কুসুর নদীর ধারে ঝুনুর ঝুনুর বাজে বাজে বাজে লো
ঘুঙুর কাহার পায়ে।
স্ত্রী : হাতে তলতা বাঁশের বাঁশি, মুখে জঙলা হাসি
কে ঐ বুনো গো বেড়ায় আদুল গায়ে লো
বেড়ায় আদুল গায়ে॥

পু : তার ফিঙের মত এলো খোঁপায় দোলে ঝিঙেরই ফুল
স্ত্রী : যেন কালো ভ্রমর-ঝাঁক ওই কালার ঝামর চুল।
উভয়ে : ও যদি না হতো পর, দুজনের হতো ঘর
একই গাঁয়ে লো একই গাঁয়ে॥

পু : ওর বাঁকা ভঙিমা দেখে, দ্বিতীয়ার চাঁদ বেঁকে
হতে চাহে ওর হাঁসুলি হার
স্ত্রী : ঝিলের শঙ্খ ঝিনুক বলে কিনুক বিনা-মূলে
আমরা হব কালার কণ্ঠহারই হায়, লো!

পু : ও মেয়ে নয়, ও পাহাড়ী ঝর্ণার সুর
স্ত্রী : ও পুরুষ নয়, ও কষ্টিপাথরের ঠাকুর।
উভয়ে : ও যদি বাসতো ভালো আসতো কাছে
রাখতাম হিয়ায় লুকায়ে গো হিয়ায় লুকায়ে॥

১১৩

উভয়ে : ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছ ঘুঙুর বেঁধে গায় লো,
ঘুঙুর বেঁধে গায়।
নাচব দুজন মাদল বাঁশী নূপুর নিয়ে আয় লো,
নূপুর নিয়ে আয়॥
স্ত্রী : আর জনমে চোরকাঁটা তুই ছিলি রে
চোরকাঁটা তুই ছিলি,
এই জনমে আঁচল ছিঁড়ে হৃদয়ে বিঁধিলি
পুরুষ : চোরকাঁটা নয়, ছিলাম পালের খিলি লো
গয়না ছিলাম গায় লো॥

স্ত্রী : ঝিলমিলিয়ে ঝিলের জল নাচায় শালুক ফুল লো,
নাচায় শালুক ফুল।
পু : ঐ শালুক যেন চাঁদোপানা মুখখানি তোর লো,
ঝিলের ঢেউ যেন তোর এলোচুল।

স্ত্রী : কুহুকুহু ডাকে কোকিল কাহার কথা কহে, লো,
পু : সেই কথা কয় কোয়েলা সে জনমে করেছি যা
তোরই বিরহে লো তোরই বিরহে।

উভয়ে : সে জনমের দুটি হৃদয় এ জনমে হায়
এক হতে যে চায় লো এক হতে চায়॥

১১৪

ননদী ! হার মেনেছি তোর সনে।
তব নিলাজ ভাষা শুনে লজ্জা পেয়ে
মনে লুকালো
রাখিতে কি পারি ঘোমটা তার আননে॥

চারিপাশে সই কৌতুক-মাখানো
হের ঐ উঁকিঝুঁকি লুকিয়ে তাকানো,
থাকি তাই সই লুকায়ে নিরালা কোণে॥

কে জানে কোথা হতে এলো সই কেমনে
এত মধু এত লাজ আমারই নয়নে।

মধুরা মুখরা ওলো ! মিষ্টি মুখের তোর
সব মধু খেয়েছে কি ঠাকুর-জামাই চোর ?
প্রিয় সঙ্গী তুই সই এ নব ভবনে॥

১১৫

মদনমোহন শিশু নটবর
শ্যামল সুন্দর যশোদা-দুলাল
নেচে নেচে চলে মঞ্জু চরণতলে
বাজে সুমধুর মণি-মঞ্জীর তাল॥

সেই সুন্দরেরই অনুরাগে
ধরণীতে উৎসব জাগে
সাগর-তরঙ্গে হিল্লোল জাগে
সাথে তার মাতে নৃত্যে মহাকাল॥

কোটি গ্রহতারা ভানু আলোকিত ধেনু
আসে গগন-গোঠে শুনি তারি বেণু।
নাচে দিবা শ্বেত রাজহংসী
তিমির কেকা নাচে শুনি তার বংশী,
পায়ে হয় বৃষ্টি অনন্ত সৃষ্টি
শোভে নব জীবনে মৃত কঙ্কাল॥

১১৬

মন জপ নাম শ্রীরঘুপতি রাম
নব-দুর্বা-দলশ্যাম নয়নাভিরাম।

সুরাসুর কিন্নর যোগী মুনি ঋষি নর
চরাচর যে নাম জপে অবিরাম ॥

সজল জলদ নীল নবঘন কান্তি
নয়নে করুণা আননে প্রশান্তি ;
নাম শরণে টুটে যায় শোক তাপ শ্রান্তি
রূপ নেহারি মুরছিত কোটি কাম ॥

১১৭

বাঁশী বাজাবে কবে আবার বাঁশরীওয়ালা
তব পথ চাহি ভারত-যশোদা জাগে নিরালা
বাঁশরীওয়ালা ॥
কৃষ্ণা তিথির তিমিরহারী
শ্রীকৃষ্ণ এসো, এসো মুরারি,
ঘরে ঘরে আজ পুতনা-ভীতি হানিছে কালা
বাঁশরীওয়ালা ॥

কংস-কারার ভাঙো ভাঙো দ্বার
দেবকীর বুকের পাষাণ-ভার নামাও নামাও
যুগ-যুগ-সম্ভব পূর্ণাবতার।
নিরানন্দ এ-দেশ হাসুক আবার আনন্দে
হে নন্দলালা,
বাঁশরীওয়ালা ॥

১১৮

এ কি অপরূপ রূপের কুমার
হেরিলাম সখি যমুনা কূলে,
তার এ সুনীল লাবণি গলিয়া গলিয়া
ঢলিয়া পড়িছে গগন-মূলে ॥

যেন কমল ফুটেছে সখি,
সহস্রদল রূপে কমল ফুটেছে,
রূপের সাগর মন্থন করি সখি
চাঁদ যেন উঠেছে। সখি গো

কালো সে রূপের মাঝে হয়ে যায় হারা
কোটি আলো-রাধিকা রবি 'শশী' আরা,
প্রেম-যমুনার তীরে সই
নিরবধি দেখি তারে, দেখি আর চেয়ে রই।
আমি এইরূপ চেয়ে থাকি
সখি জনমে জনমে জীবনে মরণে
এইরূপ চেয়ে থাকি,
যেন এইরূপে চেয়ে থাকি।
ঐ মোহন কালোর গহন কাননে
হারাইয়া যাক আঁখি॥

১১৯

অচেনা চেনায় বৃথা আসা-যাওয়া
জনমে জনমে এই পথ-চাওয়া
কাঁদিয়া কাঁদায়ে ফুরাইয়া গেল
চোখের জলের পুঁজি॥

যত নাহি পাই দেবতা তোমায়
তত কাঁদি আর পূজি,
ধরা নাহি দাও যতই লুকাও
ততই তোমারে খুঁজি॥

কত সে রূপের রঙের মায়ায়
আড়াল করিয়া রাখ আপনায়
তবু তব পানে অশান্ত মন
কেন ধায় নাহি বুঝি॥

তোমারে যে চায় কাঁদাও তাহায়
কেন নিশিদিন, স্বামী—
তব অনন্ত লুকোচুরি-খেলা কভু শেষ হবে কি?

১২০

বিষ্ণু সহ ভৈরব অপরূপ মধুর মিলন
শম্ভু মাধব॥

দক্ষিণে শঙ্কর শ্রীহরি বামে
মিলিয়াছে যেন রে কানু বলরামে,
দেখি একসাথে যেন দেখি রে
স্বয়ম্ভু কেশব॥
বিমল চেতনা আনন্দ মদন
শিব–নারায়ণের যুগল মিলন।
একসাথে ব্রজধাম শিবলোকে
অরূপ স্বরূপ নেহারি চোখে
শোন রে একসাথে বেণুকার প্রণব॥

১২১

বাঁশী বাজায় কে কদমতলায়, ওগো ললিতে!
শুনে সরে না পা পথ চলিতে।
তার বাঁশীর ধ্বনি যেন ঝুরে ঝুরে
আমারে খোঁজে লো ভুবন ঘুরে।
তার মনের বেদন শত সুরে সুরে
ও সে কি যেন চাহে যে বলিতে॥

আছে গোকুল নগরে আরো কত নারী
কত রূপবতী বৃন্দাবন–কুমারী
আছে গোকুল নগরে।
কেন আমারই নাম লয়ে বংশীধারী
আসে নিতি নিতি মোরে ছলিতে॥

সখি, নির্মল কুলে মোর কৃষ্ণ–কালি
কেন লাগালে কালিয়া, কলঙ্কী!
আমার বুকে দিলে দুখের আগুন জ্বালি
আরও কত জনম যাবে ছলিতে॥

১২২

পুরুষ : জহরত পান্না হীরার বৃষ্টি
তব হাসি-কান্না চোখের দৃষ্টি
তারও চেয়ে মিষ্টি, মিষ্টি, মিষ্টি।

স্ত্রী : কান্না-মেশানো পান্না নেবো না, বঁধু
এই পথেরই ধূলায় আমার মনের মধু
করে হীরা মানিক সৃষ্টি,
মিষ্টি আরো মিষ্টি॥

পুরুষ : সোনার ফুলদানি কাঁদে
লয়ে শূন্য হিয়া
এসো মধু-মঞ্জরি মোর !
এসো এসো প্রিয়া !

স্ত্রী : কেন ডাকে বউ কথা কও,
বউ কথা কও !
আমি পথের ভিখারিণি গো,
নহি ঘরের বউ
কেন রাজার দুলাল মাগে
মাটির মউ
বুকে আনে ঝড়,
চোখে বৃষ্টি তার,
সকরুণ দৃষ্টি তবু মিষ্টি॥

১২৩

চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী।
চারিদিকে রঙ ছড়িয়ে বেড়ায় রঙ্গিলা কুরঙ্গী॥

যে সকলের মন মাতায় কলকাতার চৌমাথায়,
ওপারে যে ফিল্মের ঝিলমিল আলোর দেয়ালি
এপারে যে পথের ভিখারিণী চোখের বালি।

গোরা কালো সাহেব মেমে
মন্দ ভালো বি-এ এম-এ
সবাই তাহার সঙ্গী॥

যে দক্ষিণ হাত তুলি দক্ষিণা চায়
আলো দেয় রবি শশী, ফুল দেয় দখিনা বায়।
ওকি গোলাপ ফুল নারঙ্গী?
নুয়ে পড়ে আকাশ দেখে তাহার নাচের ভঙ্গী॥

১২৪

প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না
এ মিনতি করি হে।
হৃদয় কারেও নাহি দিও
আমারে বিস্মরি হে॥

চোখের বাহির হলে
মনের বাহির গেলে
মরমে মরিব সখা
প্রেম গেলে ঝরি হে॥

আমার সমাধি পরে
দাঁড়াও ক্ষণেক তরে
জুড়াব হৃদয়-জ্বালা
ও-চরণ চুমি হে॥

১২৫

ওরে ও বিদেশী বন্ধু!
ও তুই সাঁঝের বেলায় গাঙের কূলে
রোজ বেয়ে যাস তরী।
আমি একলা ঘাটে বসে যে ভাবি
ভাসায়ে গাগরী॥

ভাটির টানের সাথে সাথে
তোর ভাটিয়াল সুরে
বন্ধু সাধের কাজল যায় ধুয়ে গো
নয়ন আমার ঝুরে।
আর ঘরকে যেতে মন মানে না গো
আমি জল ফেলে জল ভরি॥

তোর লাগি মাথায় নিলাম
কলঙ্কেরই ডালা
সেই কলঙ্ক ফুল হল মোর
হল গলার মালা।
পাড়ার লোকে কয় আমারে
বলে ননদী
কলঙ্কিনীর মরণ ভালো
আজো শুকায়নি নদী।
বলি তুই যদি গাঙ হোসরে বঁধু
আমি তাইতে ডুবে মরি॥

১২৬

যেথায় দূরে গাঙের জলে ফুল ফুটেছে থরে থরে
যেথায় ও দুটি নয়ন—
কেন আমার আসা-যাওয়ার পানে
তাকায় সারাক্ষণ?
ওই ও-দুটি নয়ন॥
মাঠের পথে চলতে গিয়ে
শরমে যায় পা জড়িয়ে
অমন করে যায় না যেন
সই করেছে বারণ।
কেন আমার আসা-যাওয়ার পানে
তাকায় সারাক্ষণ?
ও-দুটি নয়ন॥

চুরি করে চাইতে গিয়ে
বিঁধল কাঁটা পায়ে,

মোর এলোখোঁপা এলিয়ে পড়ে
দক্ষিণের বায়ে।
মাথার কিরে, বল সখি বল
নয়নে তার জল না সে ছল
মোর কাছে কি চায় বিদেশী গো
চায় মালা না মোর মন?
কেন আমার আসা-যাওয়ার পথে
তাকায় সারাক্ষণ
ও-দুটি নয়ন॥

১২৭

রসঘনশ্যাম কল্যাণ-সুন্দর।
প্রশান্ত সন্ধ্যার উদার শান্তি দাও
শ্রান্ত মনের ভার হর হে গিরিধর॥

যে নিবিড় সমাধির গভীর আনন্দে
হিমালয় লীলায়িত নীরব ছন্দে,
সেই মহাযোগে কর মোরে মগ্ন
যে মহাভাবে ভোর মৌন নীলাম্বর॥

অপগত দুখশোক নিশীথ সুষুপ্তির মাঝে
নিথর সিন্ধুর অতলতলে যে শান্তি বিরাজে।
যে সুধা লভিয়া ঋষি মধুছন্দা
আনিল বেদবাণী অলকানন্দা,
অন্তরে বাহিরে সেই অমৃত দাও
কর পুরুষোত্তম অজর অমর॥

১২৮

সতী-হারা উদাসী ভৈরব কাঁদে
বিষাণ ত্রিশূল ফেলি
গভীর বিষাদে॥

জটাজুট গঙ্গা,
নিস্তরঙ্গা
রাহু যেন গ্রাসিয়াছে
ললাটের চাঁদে॥

দুই করে দেবী-দেহ
ধরি বুকে বাঁধে
রোদনের সুর বাজে
প্রণব নিনাদে।
ভক্তের চোখে আজি
ভগবান শঙ্কর—
সুন্দরতর হল—
পড়ি মায়া-ফাঁদে॥

১২৯

মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ—
আছে শুধু প্রাণ—
অনন্ত আনন্দ হাসি অফুরান॥

নিরাশার বিবর হতে—
আয় রে বাহির পথে,—
দেখ্, নিত্য সেথায়—
আলোকের অভিযান॥

ভিতর হতে দ্বার বন্ধ করে—
জীবন থাকিতে কে আছিস মরে।
ঘুমে যারা অচেতন,—
দেখে রাতে কু-স্বপন,
প্রভাতে ভয়ের নিশি হয় অবসান॥

১৩০

এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি,
হে প্রলয়ঙ্কর।

রুদ্র ভৈরব সৃষ্টি—
সংহর, সংহর॥

জ্ঞান-হীন তমসায় মগ্ন
পাপ-পঙ্কিলা,
বিশ্ব জুড়ি চলে শিবহীন
যজ্ঞের লীলা,
শক্তি যেথায় করে আত্ম-বিসর্জন
ঘৃণায়—
ধ্বংস কর সেই অশিব যজ্ঞ —
অসুন্দর॥
যথা দেবীশক্তি—নারী
অপমান সহে,
গ্লানিকর হানাহানি চলে—
ধরমের মোহে।
হানো সংঘাত, অভিসম্পাত
সেথা নিরন্তর॥

১৩১

এসো ঠাকুর মহুয়া বনে ছেড়ে বৃন্দাবন।
ধেনু দেবো বেণু দেবো মালা-চন্দন॥

কেঁদে কেঁদে কয়লা-খাদে যমুনা বহাব,
পলাশবনে জাগরণে নিশি পোহাব ;
রাধা হয়ে বাঁধা দেবো আমার প্রাণমন॥
মোর নটকান রঙ শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে
পীত-ধড়া পরাব নীল অঙ্গ ঘিরে
পিয়াল-ডালে দোলনা বেঁধে দুলিব দু'জন॥

ভাসুর শশুর দেখে যদি করব না কো লাজ
বলব আমার শ্যামের বাঁশী বাজ রে আবার বাজ
শ্যাম তোমার লাগি জাতি কুল দিব বিসর্জন॥

১৩২

ওরে গো-রাখ রাখাল ! তুই কোথা হতে এলি
এমন আষাঢ় মাসের মেঘের বরণ কেমন করে পেলি।
কে দিয়েছে আলতা নোখ্ পায়
চলতে গেলে নূপুর বেজে যায়
আদুল গায়ে বাঁধা কেন গাঁদা-রঙের চেলি॥

তোর ঢলঢলে দুই চোখ যেন নীল শালুকের কুঁড়ি
তোকে দেখে কেন হাসে রে যত গয়লাপাড়ার ছুঁড়ি !
তোর গলার মালার সঙ্গে আমার মন
গুনগুনিয়ে বেড়ায় রে মৌমাছি যেমন।
মোর ঘর-সংসার ভুলালি রে কোন মায়াতে ফেলি॥

১৩৩

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু হইব না আর পথহারা।
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়-তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা।
মায়ারূপী হায় কত স্নেহ-নদী
জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি
সব ছেড়ে গেল, হারাইল যদি
তুমি এসো প্রাণে প্রেমধারা॥

ভ্রান্ত পথের শ্রান্ত পথিক লুটায় তোমার মন্দিরে
প্রভু আরো যদি কিছু থাকে মোর প্রিয় লয়ে বাঁচাও এ বন্দীরে।
ডাকি লও মোরে মুক্ত আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন লোকে,
শান্ত হোক এ ক্রন্দন, আর সহে না এ বন্ধন-কারা॥

১৩৪

আমি আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে
ফলবে ফসল বেচব তারে কেয়ামতের হাটে॥

পত্তনীদার যে এই জমির
খাজনা দিয়ে সেই নবীজীর
বেহেশতেরি তালুক কিনে বসবো সোনার খাটে

মসজিদে মোর মরাই বাঁধা, হবে নাকো চুরি।
মনকীর-নকীর দুই ফেরেশতা হিসাব রাখে জুড়ি।
রাখব হেফাজতের তরে
ইমামকে মোর সাথী করে
রদ হবে না-কিস্তি, জমি উঠবে না আর লাটে॥

১৩৫

গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়
রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রীতে হুরী-পরী লাজ পায়॥

নর নহে, নারী ইসলাম পরে প্রথম আনে ঈমান,
আম্মা খাদিজা জগতে সর্বপ্রথম মুসলমান;
পুরুষের সব গৌরব ম্লান এক এই মহিমায়॥

নবী-নন্দিনী ফতেমা মোদের সতীনারীদের রানী
যাঁর ত্যাগ সেবা স্নেহ ছিল মরুভূমে কওসর পানি,
যাঁর গুণ-গাথা ঘরে ঘরে প্রতি নরনারী আজো গায়॥

রহিমার মত মহিমা কাহার, তাঁর সম সতী কেবা?
নারী নয় যেন মূর্তি ধরিয়া এসেছিল পতি-সেবা,
মোদের খাওয়ালা জগতের আলো বীরত্বে গরিমায়॥

রাজ্যশাসনে রিজিয়ার নাম ইতিহাসে অক্ষয়,
শৌর্যে সাহসে চাঁদ সুলতানা বিশ্বের বিস্ময়;
জেবুন্নেসার তুলনা কোথায় জ্ঞানের তপস্যায়॥

আঁধার হেরেমে বন্দিনী হল সহসা আলোর মেয়ে
সেইদিন হতে ইসলাম গেল গ্লানির কালিতে ছেয়ে।
লক্ষ খালেদা আসিবে, যদি এ নারীরা মুক্তি পায়॥

১৩৬

তোমার বুকের ফুলদানিতে ফুল হব বঁধু আমি
শুকাতে হয় শুকাইব ঐ বুকে ক্ষণেক থামি॥
ঐ নয়নের জ্যোতি হব, তিল হব ঐ কপোলের
দুলবো মণিমালা হয়ে ঐ গলে দিবস-যামি॥
অঙ্গে তোমার রূপ হব গো, ধূপ হব মিলন-রাতে
গহীন ঘুমে স্বপন হব, জল হব নয়নপাতে॥
তোমার প্রেমের সিংহাসনে রানী হব, হে মোর রাজা।
চরণতলের ধূলি হব, হে মোর জীবনস্বামী॥

১৩৭

চোখ মুছিলে জল মোছে না বল সখি, এ কোন জ্বালা
শুকনো বনে মিছেই কেন একলা কাঁদে ফুলবালা॥
হায়, যে বাহু-লতার বাঁধন হেলায় খুলে যায় চলি
বাঁধবে কি তায় আজ নয়নের জলে ভেজা এই ফুলমালা॥
কালবোশেখী মিছেই কাঁদে ফাগুন রাতের আপসোসে
মিছেই মরুর বুক ভেজাতে হায় শিশিরের জল ঢালা॥
গাইতে যে গান আপনমনে সকাল হতে সুর সাধা
আর কেন সই, এই অবেলায় শেষ করে দাও তার পালা॥

১৩৮

তুমি আনন্দঘন শ্যাম
আমি প্রেম-পাগলিনী রাধা।
তব ডাক শুনে ছুটে যাই বনে
না মানি কুলের বাধা॥

শূন্য প্রাণের গাগরি ঘিরে
নিতি আসি রস-যমুনার তীরে,
অঙ্গ ভাসায়ে তরঙ্গ-নীরে
শুনি তব বাঁশী সাধা॥

যুগ-যুগান্ত অনন্তকাল হৃদয়-বৃন্দাবনে
তোমাতে আমাতে এই লীলা নাথ,
চলিছে সঙ্গোপনে।
মোর সাথে কাঁদে প্রেম-বিগলিতা
ভক্তি ও প্রীতি বিশাখা ললিতা
তোমারে যে চায় মোর মতো হায়
সার শুধু তার কাঁদা॥

১৩৯

উভয়ে : মোরা ছিলাম একা আজি মিলিনু দু'জন।
পাপিয়ার পিয়া-বোল কপোত-কূজন॥

বর : তুমি সবুজের স্রোত এলে ঊষর দেশে
বধূ : তুমি বিধাতার বর এলে বরের বেশে
বর : তুমি গৃহে কল্যাণ
বধূ : তুমি প্রভু মম ধ্যান।
উভয়ে সুন্দরতর হলো সুন্দর ত্রিভুবন॥

১৪০

নাত-জামাই

ঠানদি : ভাই নাতজামাই!
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—
তুমি বৌ-এর তীর্থে ন্যাড়া হও
মোর নাতনীর ভ্যাড়া হও,
বাইরে গোঁফে চাড়া দেবে
ঘরে বৌ-এর ঘোড়া হও।

ফোঁসফোঁসাবে বাইরে শুধু
বৌ-এর কাছে ঢোঁড়া হও।
বাইরে পুরুষ অটল পাষাণ
ঘরে বৌ-এর ঘোড়া হও,
দিনের বেলায় ফরফরাবে
রাত্রিবেলা খোঁড়া হও।

সূর্যি চাঁদের আয়ু পেয়ে
চিরটা কাল ছোঁড়া রও।
নাতনীর আমার ভ্যাড়া হও,
ম্যাড়া হও।
কার আজ্ঞে, না, কামরূপ
কামাখ্যা দেবীর আজ্ঞে॥

১৪১

মা : তুমি হও মা, চির-আয়ুষ্মতী
সাবিত্রী সমান সতী।
অচঞ্চলা লক্ষ্মী হয়ে
চিরকাল এই ঘরে রও।
শ্বশুর শাশুড়ীর আদরিণী
স্বামীর সুয়োরানী হও।
তোমায় পেয়ে বিধির বরে
যেন এ ঘর ধনে জনে ভরে।

সোনার পালঙ্কে নিদ্রা যাবে
রুপোর খাটে চুল শুকাবে।
কন্যা পাবে উমার মত
শিবের মত জামাই পাবে।
পাবে পুত্র ভীমার্জুনের মত
সদা থাকবে স্বামীর শরণগত।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে
দেহ রাখবে গঙ্গাজলে।
সিঁথেয় সিঁদুর, মুখে পান
আলতা পায়ে চির-এয়োতি
যায় সুখে দিন এক সমান॥

১৪২

দিদি : তুমি বৌ শুধু নও, ঘরের আলো
এই আলোতে মোদের ঘরে
কেটে যাবে আঁধার কালো।

রাঙা হাতে সাদা শাঁখা
অন্নপূর্ণার আশিস-মাখা
ক্ষয় যেন না হয় ও-হাতে,
অম্লান থাক সিঁদুর মাথে।

এই চাই ভাই ঘরে পরে
পড়বে সবার সু-নজরে।
হাসিমুখে থাকবে সদা
কথায় হবে প্রিয়ম্বদা।
আলতা সিঁদুর নোয়া পরে
থাক তিন কুল আলো করে।

অরুন্ধতী তারার মত
থাক স্বামীর অনুগত।
জানবে নাকো দুঃখ-শোক
অন্তে পাবে স্বর্গ-লোক॥

১৪৩

আসে রে ঐ আসে ভারত-আকাশে
আশা-অরুণ রবি।
মৃত জনগণে বাঁচাতে এলো যেন
নূতন প্রাণ-জাহ্নবী॥
তন্দ্রা-মগন জাগিছে জনগণ নব আশার মোহে
গলি পাষাণগিরি প্রাণ-নিঝর বহে
শোভিল ফুলে ফলে শুষ্ক অটবি॥

নতুন দিনের পাখীরা ছুটে আসে
শত রঙের খেলা মুক্ত আকাশে।
ছুটিল দিকে দিকে 'জয় ভারত' গাহি
শত চারণ কবি॥

১৪৪

কালের শঙ্খে বাজিছে আজও
তোমারই মহিমা, ভারতবর্ষ!

প্রণতি জানায়ে বিশ্বভুবন
শিখিছে আজিও তব আদর্শ॥

নিখিল মানবের প্রথমা ধাত্রী
শিক্ষা-সভ্যতা-দীক্ষাদাত্রী !
আসিল যুগে যুগে দেবতা মুনি ঋষি
লভিতে তোমারি চরণস্পর্শ॥

শিল্প-সঙ্গীত বেদ-বিজ্ঞান
সাংখ্য-দর্শন পুণ্য প্রেমধ্যান।
যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু মহীয়ান
বিশ্ব সাক্ষী, মাগো, সকলি তোমার দান।
জগৎ-সভা মাঝে তাহারি সন্তান
আজি মলিন মুখ লাজে বিমর্ষ॥

১৪৫

এই ভারতে নাই যাহা তা ভূ-ভারতে নাই।
মানুষ যা চায় স্বর্গে গিয়ে, আমরা হেথায় পাই।
মেঘমুক্ত এমন আকাশ
চন্দনিত এমন বাতাস
ফুল-ফসলের ছড়াছড়ি কোথায় এতো পাই॥

জল চাইলেই হাতের কাছে ছুটে আসে নদী,
মাটিতে পাই খাঁটি সোনা একটু কাটি যদি।
গিরিদরী-সাগর-মরু
পশু-পাখী লতা-তরু
বিশ্বের সব দৃশ্য দেখি যখন যাহা চাই॥

পাঁচভূতে খায় লুটে রে ভাই আমার দেশের দান
(তবু) কম হল না কভু ইহার বিভব অফুরান।
মানুষ শুধু নাই এ দেশে
নইলে কি ভাই এ দীন বেশে
কেঁদে বেড়ায় দেশ-জননী অঙ্গে মেখে ছাই—
মোরা অবহেলে এই অফুরান বিভব যে হারাই॥

১৪৬

দে দোল, দে দোল
ওরে দে দোল, দে দোল
জাগিয়াছে ভারত-সিন্ধু-তরঙ্গে কল-কল্লোল !
তুষার গলেছে রে, অটল টলেছে রে,
জেগেছে পাগল রে, ভেঙেছে আগল
দে দোল, দে দোল॥
বন্ধন ছিল যত, হল খানখান রে
পাষাণ-পুরীতে ডাকে জীবনের বান রে,
মৃত্যু-ক্লান্ত আজি কুড়াইয়া প্রাণ রে
দুর্মদ-যৌবন আজি উতরোল।
যে দোল দে দোল
ওরে দে দোল, দে দোল॥

অভিশাপ-রাত্রির আয়ু হল ক্ষয় রে
আর নাহি অচেতন, আর নাহি ভয় রে,
আজও যাহা আসেনি আসিবে সে জয় রে
আনন্দ ডাকে দ্বারে, খোল দ্বার খোল রে।
দে দোল, দে দোল
ওরে দে দোল, দে দোল॥

১৪৭

ওরে আজ ভারতের নব যাত্রা-পথের
বাঁশী বাজলো বাজলো বাঁশী।
ফেলে তরুর ছায়া ভুলে ঘরের মায়া
এলো তরুণ-পথিক এলো রাশি রাশি॥

তারা আকাশকে আজ চাহে লুটে নিতে
তারা মন্থর ধরায় চাহে দুলিয়ে দিতে
প্রাণ জাগায় মৃতে
(তারা তরুণ—তরুণ প্রাণ জাগায় মৃতে)
সাহস জাগায় চিতে তাদের অট্টহাসি॥

মোরা প্রাচীরের পরে প্রাচীর তুলে
ভাই হয়ে ভাইকে হায় ছিলাম ভুলে।
আজ ভেঙে প্রাচীর হল ঘরের বাহির
একই অঙ্গনে দাঁড়ালো উন্নত শির
এলো মুক্ত-গগনতলে প্রাণ-পিয়াসী
এলো তরুণ পথিক ছুটে রাশি রাশি॥

১৪৮

[দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মহাপ্রয়াণে]

জাগো জাগো জাগো, হে দেশপ্রিয় !
ভারত চাহে তোমায়, হে বীর বরণীয়॥
চিতার ঊর্ধ্বে, হে অগ্নিশিখা
ঊর্ধ্বে কারার বন্ধহারা, হে বীর জাগো,
শরণ দাও, হে চির-স্মরণীয়॥

ধূলির স্বর্গে যতীন্দ্র জাগো
বজ্র-বাণী অম্বরে হানি জাগো,
তব ত্যাগের মন্ত্র শুনাইয়ো॥

ভারত কাঁদে অনন্ত শোকে
নিদ্রাহীনা ধূলি-শয়ন-লীনা জাগো,
মথিয়া মৃত্যু আনো প্রাণ-অমিয়॥

১৪৯

[দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণে]

বিশাল-ভারত-চিত্তরঞ্জন হে দেশবন্ধু এসো ফিরে
কাণ্ডারি হে দেখাও দিশা অসীম অশ্রু-সাগর-নীরে॥
নাই দিশারী নাই সেনানী আজ জনগণ ত্রস্ত ভয়ে,
ভারত কাঁদে ব্যাকুল চিত্তে তোমার চিতার ভস্ম লয়ে,
সাগর-দেশের হে ভগীরথ, জাগো ভাগীরথীর তীরে॥

রাজৈশ্বর্য বিলিয়ে, নিলে হে বৈরাগী ভিক্ষা-ঝুলি
সোনার অঙ্গে মাখলে তুমি পায়ে-চলা পথের ধূলি।
দেশজননী ত্রিংশ কোটি সন্তানেরে বক্ষে নিয়া
ভুলতে নারে তোমার স্মৃতি, শূন্য তাহার মাতৃহিয়া;
কে পরাবে রানীর মুকুট বন্দিনী মা'র রিক্ত শিরে॥

১৫০

হে ভ্যাবাকান্ত!
দাও হে গানে ক্ষান্ত
তব তান শুনে তানসেন লুঙি ফেলে ভেগে যায়
পড়শীরা বেঁকে যায় রাগে বঁড়শীর প্রায়।
ধরিয়া সুরের কাছা করিছ গামছা কাচা
বেচারি গানেরে যেন করিছ বাপান্ত॥

তোমার পাড়ায় কেন লইলাম বাড়িভাড়া
সা-রে-গা-মা সাধা শুনে প্রাণ হল খাঁচাছাড়া
হয় মনে সন্দেহ ধরিয়া টানিছে কেহ
যেন জীব বিশেষের ল্যাজুল-প্রান্ত॥

সুরের অসুর তুমি গানের আফগান
সরস্বতীরে ধরে পরাইছ চাপকান,
দেখে বীণা ফেলে দেয় নারদ পিঠটান
বাহনের গান শুনে শিব উদভ্রান্ত॥

১৫১

[শুক-সারীর গোঁফ-দাড়ি সংবাদ]

শুক বলে, 'মোর গোঁফের রূপে ভোলে গোপ-নারী।'
সারী বলে, 'গোঁফের বাহার আছে বলে দাড়ি
(ও) আমার গোঁফ-পিয়ারী॥'

শুক বলে, 'মোর গোঁফেশ্বরে দেখে ভুবন ভোলে।'
সারী বলে, 'ঝুলন রাসের দোলনা যে দোলে
(ও) আমার দাড়ির কোলে॥'

শুক বলে, 'গোঁফ ওষ্ঠে থাকেন, গোষ্ঠে যেন কালা।'
সারী বলে, 'আমার দাড়ি কূলের কূলবালা
(ও) চলেন হেলে দুলে॥'

শুক বলে, 'বীর শিকারীরা এই গোঁফে দেয় চাড়া
সারী বলে, 'মুনি-ঋষির দেখবে দাড়ি ন্যাড়া।'
(ও) কিবা বাহার তোলে
শুক বলে, 'মোর ত্রিভঙ্গিম ঠোঁটবিহারী গোঁফ।'
সারী বলে, 'তমাল-কানন আমার দাড়ির ঝোঁপ
দখিণ-হাওয়ায় দোলে॥'

শুক বলে, 'গোঁফ খুরির দধি চুরি করে খায়।'
সারী বলে, 'দাড়ি মেদীর রং মেখেছে গায়
যেন হোরীর আবীর।
দাড়ি বড় তাই গোঁফের গরব মিছে।'
শুক বলে, 'দাড়ি যতই বাড়ুক তবু গোঁফের নীচে,
সারী, কি যে বল॥'

১৫২

'বউ মেনিয়া'

নিউমোনিয়ায় ভুগে ভুগে কোন ক্রমে সেরে উঠে
বউ-মেনিয়া রোগে এবার বেড়ান দাদা ছুটে ছুটে॥

যেদিন বাপের বাড়ি গেলেন রাগ করে মোর বৌদিরানী
দাদা আমার শয্যা নিলেন ছেড়ে দিয়ে দানাপানি।
'উঃ কী ঘন প্রেম'—বললে সবাই,
যতই বুঝাই আমরা ক' ভাই,
শুকিয়ে ততই গোবর-গনেশ দাদা আমার হলেন ঘুঁটে॥

বউ-মেনিয়া রোগ সে ভীষণ। বউ বলে সে ডাকে তাকে
যথায় তথায় ঠেসে ধরে, এমন কি তীমরুলের চাকে।
সেদিন পাড়ার ডোমনী বুড়ী
এসেছিল বেচতে ঝুড়ি
জাপটে ধরে বৌ ভেবে তার পায়ে দাদা পড়ল লুটে॥

(ওরে) দামড়া সে এক ছিল শুয়ে আরাম করে গলির মোড়ে
বৌদিরাণীর বেণী ভেবে (দাদা) কাঁদেন তাহার ল্যাজুড় ধরে।
বলে-ছাড়ি এ সংসার কোথা চলে যাও দীনহীন বেশ ধরি এ'
গিন্নী-ধরার ভয়ে দাদার
হল ক্রমে লোকের পথচলা ভার।
(ভয়ে) আসে না আর এ পাড়াতে কাবুলিওয়ালা ঝাঁকামুটে॥

১৫৩

খোকার মাসী

(ওগো) আমার খোকার মাসী শ্রীঅক্ষুক বালা দাসী
মোরে দেখেই সর্বনাশী ফেলে ফিক করে হাসি॥

তার চোখ প্রায় পুঁটি মৎস্যই
চেহারাও নয় জুৎসই,
আবার (তার) আছে তিনটি বৎসই
কিন্তু সে স্বাস্থ্যে খোদার খাসি॥

সে খায় বটে পান-জর্দা
আর, চেহারাও মর্দা মর্দা।
তবু, বুঝলে কিনা বড়দা
আমি তারেই ভালোবাসি॥

শালী, অর্থাৎ কিনা, বৌ সে পনর আনাই,
তারে দিয়ে একটা আনি দাদা ঘরে যদি আনি
সে বৌ হয় ষোল আনাই,
কি বল দাদা এ্যা?

আমি তারই লাগি জেলে
মরবো ঘানি ঠেলে
তারে নিয়ে ভাগবো রেলে
না হয় পরবো গলায় ফাঁসি ॥

১৫৪

নাটিকা : 'প্রীতি-উপহার'

বেয়াই-বেয়ান
(বেয়াই মেয়ের বাপ, বেয়ান বরের মা)

বেয়াই : আলাপের যে ফুরসত নেই, এসো এসো এসো বেয়ান।
(আহা) বেয়ান যেন জিরান রসের কড়াপাকের ভিয়ান ॥
বেয়ান : রসের কথা কে বলে ও? ময়রা মিনসে বুঝি?
কে ও? বেয়াই? মাফ কর ভাই!
গরু-খোঁজা করে আমি তোমায় ফিরছি খুঁজি!
বরের বাবা : (ওগো গিন্নী, গিন্নী কোথায় গো?
অ! বেয়াই-এর সাথে ভিড়ে গেছ বুঝি!)
আহা, এঁরা যেন রাধা-কেষ্ট আমি মাঝে আয়ান ॥
বেয়াই : হাবা-গোবা গো-বেচারী
দেখতে মোদের এ বেয়ান,
কিন্তু কথায় হার মেনে যায় গুপ্তিপাড়ার
ঘড়েল শেয়ান ॥
বেয়ান : বেয়াই, তুমি জানোয়ার লোক, জানো অনেক কিছু
ল্যাজের মত উপাধিও ঝুলছে নামের পিছু।
(আমরা) মুখখুসুখখু পাড়াগেঁয়ে
নাই তো তেমন বুদ্ধি-গেয়ান ॥
বরের বাবা : দুই বেয়ান না থাকলে বেয়াই রস জমে না ভালো!
বেয়াই : আমার গিন্নী! আরে রাম! কদা কুচ্ছিত কালো!
বেয়ান : বেয়াই! খাসা তোমার মুখমিষ্টি,
কথা তো নয় সুধা-বৃষ্টি!
বরের বাবা : কারণ, তুমি বর্তমানে বেই-মশায়ের ধেয়ান।

১৫৫

ঝি ও চাকর

চাকর : (ওগো ও কনে-বাড়ির ঝি !)
বলি, ও বিন্দে ! এই গোবিন্দের পানে চাহ
চোখ মেলে।
আমি সত্যি বলি, বত্তে যাবি আমার মত লোক পেলে॥
ঝি : তুই বরের বাড়ির চাকর সেই সম্পর্কে বেয়াই,
তাই, পেলি আজ রেহাই।
নইলে তোর পোড়ার মুখে দিতাম ঢেলে বাসী
আখার ছাই !
চাকর : বলি, কে বললে বিন্দে, মোদের সম্পর্ক নাই ?
আমি তোমার ননদের একমাত্র ভাই।
ঝি : আ মর মিনসে। সয় না সবুর, হাড় জ্বালাতে এলে !
ঘেমে নেয়ে উঠছে যে বিরহের বোঝা ঠেলে ! (ষাট ষাট)
(একটু দাওয়ায় বসো, হাওয়ায় মাথা ঠাণ্ডা হবে।
দাওয়ায় বসো। প্রেম-পাগলের দাওয়াই যে ঐ,
দাওয়ায় বসো)
চাকর : আজ হ্যাকচ প্যাকচ প্রাণ সবারই আনন্দেরই ঠেলায়।
ঝি : আর, এক যাত্রায় পৃথক ফল আমাদেরই বেলায় !
চাকর : আমি ন্যাজের মত দিবানিশি
তোমার ঘুরছি পিছে পিছে।
ঝি : আবার যদি জ্বালাস দিব গামলার জল হিঁচে।
উভয়ে : আমরা গিলব অঢেল আনন্দে আজ একটু ছাড়া পেলে
যেমন দুর্ভিক্ষের দেশের মানুষ গোগ্‌গেরাসে গেলে॥

১৫৬

কোরাস : চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শত কোটি লোক।
চীন ভারতের জয় হোক ! ঐক্যের জয় হোক !
সাম্যের জয় হোক !
ধরার অর্ধ নরনারী মোরা রহি এই দুই দেশে,
কেন আমাদের এত দুর্ভোগ নিত্য দৈন্য ক্লেশে।

পুরুষ : সহ্যি না আর এই অবিচার
খুলিয়াছে আজি চোখ॥

কোরাস : প্রাচীন চীনের প্রাচীর ও মহাভারতের হিমালয়—
আজ এই কথা যেন কয়—
মোরা সভ্যতা শিখায়েছি পৃথিবীরে—
ইহা কি সত্য নয়?
হইব সর্বজয়ী আমরা সর্বহারার দল
সুন্দর হবে শান্তি লভিবে নিপীড়িতা ধরাতল।
পুরুষ কণ্ঠ : আমরা আনিব অভেদ ধর্ম
কোরাস : নব বেদ-গাথা শ্লোক॥

১৫৭

হায় পলাশী!
এঁকে দিলি তুই জননীর বুকে কলঙ্ক-কালিমা রাশি
পলাশী, হায় পলাশী॥
আত্মঘাতী স্বজাতি মাখিয়া রুধির কুমকুম
তোরই প্রান্তরে ফুটে ঝরে গেল পলাশ কুসুম।
তোরই গঙ্গার তীরে পলাশ-সন্ধকাশ সূর্য ওঠে যেন
দিগন্ত উদ্ভাসি॥

শেষ গান

ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি।
করুণ চোখে চেয়ে আছে সাঁঝের ঝরা ফুলগুলি॥

ফুল ফুটিয়ে ভোরবেলাতে গান গেয়ে
নীরব হল কোন নিষাদের বাণ খেয়ে,
বনের কোণে বিলাপ করে
সন্ধ্যারাণী চুল খুলি॥

কাল হতে আর ফুটবে না হায়
লতার বুকে মঞ্জরি
উঠছে পাতায় পাতায় কাহার
করুণ নিশাস মর্মরি।

গানের পাখী গেছে উড়ে, শূন্য নীড়—
কণ্ঠে আমার নাই সে আগের কথার ভিড়।
আলেয়ার এ আলোতে আর
আসবে না কেউ কূল ভুলি॥

গীতিনাট্য :
'শাল-পিয়ালের বনে'

ঝুমরো : শাল-পিয়ালের বনে গো পাহাড়তলীর কাছে
একটি ছেলে শিস দেয় আর একটি ছেলে নাচে।
নূপুর : সেই ছেলেটির বুনো স্বভাব ভারি
বাঁশীর সাথে বর্শা-ধনুক-ধারী
সেই মেয়েটি দোলনা বেঁধে দোলে মহুল গাছে॥

মেয়েটির গান

(অ) ঝুমরো ! তীর ধনুক নিয়ে বল না কোথায় যাস?
পাখী যদি মারিস ঝুমরো আমার মাথা খাস।
ঐ শোন 'চোখ গেল' পাখী—
জামের ডালে উঠল ডাকি'
শুনিস নাকি মহুল-বনে উঠছে দীঘল শ্বাস॥

ছেলের গান

শোন রে নূপুর, পাহাড়তলীর মেয়ে।
খুশী হলুম দেখতে তোরে পেয়ে॥

বন-বরাহ শিকারে
যাব পঞ্চকোট পাহাড়ে

(মোর) তীর থেমে যায় বুনো পাখীর
আঁখির পানে চেয়ে॥

মেয়ের গান

হলুদ-বরণ ঝিঙে ফুলের কাছে
দেখ না কেমন দুটি ফিঙে নাচে।
দেখ না চেয়ে ভাই
মোর শ্যামলী গাই
মায়ের মতন কেমন চেয়ে আছে॥

আজ মানা বনে যেতে,
আমি বসব আঁচল পেতে
তুই বাঁশী বাজা বসে অশথ-গাছে॥

ছেলের গান

কুনুর-নদীর ধারে—শোন ডাকছে বালি-হাঁস।
মানিক-জোড়ের ঝুমকো পরে হাসছে নীল আকাশ॥

ওদের সাথে হায়
মন বাইরে যেতে চায়
বাঁশী হাতে নিলে, পরান আরো হয় উদাস॥

(মাদল ও বাঁশীর সাথে ফেড-ইন)
কোরাস গান

পুং : কয়লা খাদে যাব না
করব ধানের পাট।
পাতার পাটি বিছিয়ে শুই
চাইনে পালং-খাট॥

পুং : খড়ের পালই ধানের মরাই নিয়ে
রাত কাটাব মহুয়ার মউ পিয়ে।

ছেলে এবং মেয়ে

আমরা কেমন সুখী।
জংলা মায়ের জংলী খোকা-খুকী॥
যেন বনের মৌটুসী
থাকি সদাই খুশী।

স্ত্রী-১—বট-অশথের তরুর মতন আমায় ছায়া দিস
স্ত্রী-২—আমার মনের মাঠে হাসিস হয়ে ধানের শীষ।

ছেলের গান

আমি যাবই য়াব বনে
বুনো বাঘের অন্বেষণে॥
ফিরি যদি, রাতের বেলা
বাঁশী নিয়ে করব খেলা
কয়লা আমি কাটব নাকো খাদে
মাঠে যেতে পরান আমার কাঁদে
তার চেয়ে ব্যাধ হওয়া ভালো নূতন যৌবনে॥

মেয়ের গান

শোন ঝুমরো, শোন
তোর কাঁদবে যে মা-বোন।
ভাইবোনের চেয়ে বন কি রে তোর
এতই আপনজন॥
কুহু উহু উহু বলে দেখ উড়ে গেল চলে
কুসুম নদীর দুই কূল দেখ উঠল ভরে জলে,
তোর কনে বৌ কাঁদবে যে ভাই নিয়ে ঘরের কোণ॥

ছেলের গান

গিরিমাটির দেশে গো
নাই যদি আর ফিরি
আমার কথা বলবে কেঁদে ঝরনা ঝিরিঝিরি ॥

কয়লাখাদে উঠবে ধোঁওয়া, চাঁদ ঢাকবে মেঘে,
(সেই) চাঁদের বুকে আমার কালো ছায়া উঠবে জেগে
আমার নূপুর বাজাবে গো শিরীষ পাতা
জিরিজিরি ॥

আমার কনে বৌ-এর বুকে বাজবে বাঁশী একা
রামধনুতে হারানো মোর ধনুক যাবে দেখা।
তাল-পুকুরে শালুক হয়ে
যার আশাপথ রইব চেয়ে—
দেখলে তারে অমনি করে যাব ঘিরিঘিরি ॥

'সন্ধ্যামালতী'র অন্তর্গত অনেক গান বিশেষতঃ সংলাপ-ধর্মী গান নজরুলের রচিত বিভিন্ন রেকর্ড-নাটিকা এবং নাট্য-গীতি থেকেও গৃহীত।